রোযার মাসায়েল
রচনায়
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن
অনুবাদ
মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী

سلسلة تفهيم السنة ٩
كتاب الصيام
باللغة البنغاليه
تاليف
محمد اقبال كيلانى
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن
ترجمه: محمد هارون العزيزى الندوى

রোযার মাসায়েল

রচনায়

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ

মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
كيلاني ، محمد اقبال
كتاب الصيام : اللغة البنغالية ./ محمد اقبال كيلاني ، محمد .-
هارون عزيزي - ط٤ .- الرياض ، ١٤٣٣هـ
٦٤ص ، ٢٤ سم ، .- (تفهيم السنه ، ٩)
ردمك : ٧ - ١٩١ ٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١- الصوم أ. عزيزي ، محمد هارون (مترجم) ب. العنوان
ج . السلسلة
ديوى ٢٥٢,٣ ١٤٣٣/٥٠٥٠

رقم الايداع : ١٤٣٣/٥٠٥٠
ردمك : ٧ - ١٩١ ٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس : 4385991
4381155

موبائل: 0542666646-0505440147

সূচীপত্র

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أطاعنى دخل الجنة

رواه البخارى

রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন

"যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সহীহ আল্-বুখারী

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين

রোযার মাস কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস, আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ রহমত ও বরকতসমূহের মাস, ধৈর্য্যের মাস, রিজিক বৃদ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহনশীলতার মাস, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জনের মাস। রমযান মাস সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সুষ্ট চিন্তাধারা, জিকির, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত, নফল ইবাদত সমূহ, ছদকা-খয়রাত ইত্যাদি ইবাদত আদায়ের আন্তর্জাতিক মওসুম। যাতে প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ ঈমান ও তাকওয়া মতে উপকৃত হয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা অর্জন করে থাকে।

ইবাদতের এই আন্তর্জাতিক বসন্তকালের সঠিক দৃশ্য যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে এই পবিত্র মাসের বরকতপূর্ণ রাত দিনে বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে দেখতে পারে। যেখানে দিনে জিকিরের মাহফিল, তেলাওয়াতে কোরআনের মজলিস, মাসায়েল ও ইসলামী বিধি-বিধান বর্ণনার হালকা, তাওয়াফকারীদের আশেকী ভিড় এবং রাত্রে কিয়ামুল্লায়লের হৃদয়স্পর্শী ও ঈমান বৃদ্ধিকর দৃশ্য পাপীর চেয়ে পাপীর হৃদয়েও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করে। রমযানুল মোবারকের শেষ দশ তারিখে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হেরম শরীফে উপস্থিতিতে সৌন্দর্য্য আরো বেড়ে যায়।

একটু ভেবে দেখুন 'মাতাফ' (অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করার জায়গা) এর কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ মাতাফ, মসজিদুল হারামের দৈঘ প্রস্থের বিশাল দেউড়ী, প্রথম তালা এবং তার উপরের ছাদ ইত্যাদি সব জায়গা লোকে ভরে গেছে কোথাও তিল পরিমাণ জায়গাও খালী নেই। অর্ধ রাতের নিরব নিস্তব্ধ মুহূর্ত, চোখের সামনে কালো রেশমী গেলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর, উপরে খোলা আসমান এবং আকাশের অন্তিম প্রশস্ততা, প্রথম আসমানে আল্লাহপাকের উপস্থিত হওয়ার ভাবনা, আল্লাহর নূর এবং তাজাল্লীর এই হৃদয়স্পর্শী পরিবেশে যখন ইমামে হেরম তেলাওয়াত করেন মনে হয় যেন এক্ষণি কোরআন অবতীর্ণ হইতেছে। ইমামে কাবার হৃদয় নিংড়ানো কণ্ঠ শুনলে মনে হয় যেন আকাশ চিরে সোজা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

"ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين."

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিওনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপমোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের মাওলা। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।"

"ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد."

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমাণিত করোনা। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।"

"اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك."

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এতটুকু ভয় দাও, যার দ্বারা তুমি আমাদের মধ্যে ও আমাদের গুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যাও।"

খতমে কোরআনের সময় বিশেষ দোয়ার জন্য যখন হেরম শরীফের ইমাম আল্লাহর দরবারে হাত তুলেন তখন সম্পূর্ণ হেরম মানুষের কান্নাকাটি ও আহাজারী এবং অশ্রুজলে ভরে যায়। ইমামে হেরমের অনুনয় বিনয়পূর্ণ, অশ্রুজলে ভেজা কণ্ঠে থেমে থেমে বলতে শুনা যায়—

"اللهم ربنا لاتردنا خائبين."

"হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমাদেরকে খালী হাতে ফিরাইউনা।"

অতঃপর সেই আত্মভোলা পরিবেশে নিজের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য, মুজাহেদীনে ইসলামের জন্য, মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গের জন্য, যুবকদের জন্য, ইসলামের সারবুলন্দির জন্য, জীবিত-মৃত সকল মুসলমানদের মাগফিরাতের জন্য অনেক অনেক দোয়া করা হয়। মন চায় যেন এই অমূল্য ঘটিকা এবং বরকতপূর্ণ মুহূর্ত আরো দীর্ঘ হোক। কে জানে কোন সৌভাগ্যবানের নছীবে এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো দ্বিতীয় বার আসবে? দিল সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অনন্ত দয়ালু ও অসীম মেহেরবান আল্লাহ নিজের দুর্বল, মুখাপেক্ষী ও গরীব বান্দাদেরকে দেখতেছেন অতি মহাব্বত ও মায়া-দয়ার দৃষ্টিতে, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে নেই কোন পর্দা, খালেক কখনো তার মাখলুকের হাত খালী ফেরত দিবে না। ইবাদত-সাধনার এই আগ্রহ ও অনুরাগ এবং ঈমান-একীনের এই ভঙ্গিসমূহ ইবাদতের এই বসন্তকালের সাথে সম্পৃক্ত।

ইবাদতের এসকল গুরুত্বের আসল উদ্দেশ্য কি? তা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার" (আল বাকারাহ ১৮৩)। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন–"রোযা গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ। রোযাদার কোন অশ্লীল কথাবার্তা বলবেনা, কোন অনর্থক কাজ করবে না। যদি কেউ তাকে গালী দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে তখন সে বলবে আমি রোযাদার।" (বুখারী শরীফ)

নিঃসন্দেহে পুণ্য অর্জন বড় ছাওয়াবের কাজ, কিন্তু তার সাথে সাথে পাপ থেকে বাঁচা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমরা জান কি মুফলিস তথা মিসকীন কাকে বলা হয়? ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ) আরজ করলেন, 'যার হাতে দিনার-দেরহাম তথা টাকা-পয়সা নেই সেই মুফলিস।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে মুফলিস সেই ব্যক্তি যে রোজ হাশরে নামাজ, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি আমলসমূহ নিয়ে আসবে, কিন্তু কাউকে গালী দিয়েছে, কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে অথবা কাউকে মেরেছে ইত্যাদি। সুতরাং তার সকল নেকী মজলুমদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায় তাহলে মজলুমদের গুনাহ তার আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

এ হাদীস দ্বারা একথার আন্দাজ করা দুষ্কর হয় না যে, বদী তথা পাপ ছোট হোক বা বড় হোক তা থেকে বাঁচা কত জরুরী। রমযানুল মোবারকের মাস এই দৃষ্টিকোণেও অনেক ফজিলত বহনকারী যে, এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার প্রশিক্ষণ দেয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনার্থে শয়তানগণকে শৃংখলিত করা হয় যেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচতে চায় তার জন্য কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। এটা বাস্তব সত্য যে, রহমত ও বরকতের এই পবিত্র মাসে স্বল্প চেষ্টা এবং ইচ্ছাও প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিকে নেকীর প্রতি আগ্রহী এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলে। অতএব যে ব্যক্তি সারা মাস দিনের বেলায় খানা-পিনা ছাড়ার সাথে সাথে রাত্রে নামাজ পড়ে আল্লাহর ইবাদতের অনুভূতিকে পাকাপোক্ত করেছে, শরীরের অদমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন করে আত্মশুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরেছে, নিজের মধ্যে বিদ্যমান পশুত্বের চাহিদাগুলোকে দমন করে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে সতেজ করেছে, গুনাহ এবং পাপ থেকে তাওবা করে নেকী ও পুণ্যের রাস্তায় চলার দৃঢ় পণ করেছে সে ব্যক্তি রোযার উদ্দেশ্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং পবিত্র মাসের বরকতসমূহ থেকে নিজের অংশ অর্জনে ধন্য হয়েছে।

'কিতাবুস সিয়াম' এ আমি রোযার সেই সকল মাসায়েল বর্ণনা করেছি, যা সহীহ শুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রথম সংস্করণে কিছু দুর্বল হাদীস রয়ে গিয়েছিল, যে সম্পর্কে আমার কিছু বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করেছিল। বর্তমান সংস্করণে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এখন আল্‌হামদুলিল্লাহ্ সকল হাদীস সহীহ বা হাসান স্তরের। মাসায়েল হিসেবে প্রথম সংস্করণ অসম্পূর্ণ ছিল, বর্তমান সংস্করণে প্রয়োজনীয় মাসায়েল যোগ করা হয়েছে। জ্ঞানপ্রেমী ভাইদের পক্ষ থেকে ছোট বড় যে কোন ভুলের সংশোধনীবাণী আমরা সাদরে গ্রহণ করব এবং তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কিতাবের শেষে রোযার ব্যাপারে কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল হাদীস, তারগীব তথা ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তারহীব তথা গুনাহের কাজে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে হলেও বাস্তব কথা হল যে কাজের ফজীলত বা তারগীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হবেনা, এরূপভাবে যে কাজের ভীতি প্রদর্শন বা তারহীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হবেনা তা কোনদিন দ্বীনের অংশ হতে পারেনা। প্রত্যেক কাজের তারগীব এবং তারহীব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদাত রয়েছে। সুতরাং এর উপর অন্য কিছু সংযোজন করা আল্লাহতায়ালার হুকুম 'আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়োনা' এর বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। তাই যে হাদীস দুর্বল বা জাল হওয়া প্রমাণিত হয় তা কখনো বর্ণনা করা উচিত নয়।

আমার এসকল চেষ্টার উদ্দেশ্য হল যেন, জনসাধারণের মধ্যে সরাসরি হাদীস শরীফ পড়া এবং জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুধু মুখে শুনা কথার উপর ভিত্তি না করে হাদীসে রাসূলকেই যেন নিজের আমলের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সকল মুসলমানের কাছে ধর্ম শুধু তাই, যা আল্লাহ ও রাসূল বলেছেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দেখিয়েছেন অথবা অনুমতি প্রদান করেছেন।

এই মৌলিক ভিত্তিকে সামনে রেখে আমি দ্বীনি মাসায়েলকে সহীহ শুদ্ধ হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে সুন্দর, সরল ও সাধারণ বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করার ফায়সালা করেছি। 'কিতাবুস সিয়াম' এর প্রথম প্রয়াস, যা ১৪০৫ হিজরী সালে (উর্দূ ভাষায়) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ১৪০৮ হিজরী সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুচ্ছে।

আমি আমার হাকীকি মালিকের সামনে মাথা নত যে, তিনি আমার স্বল্প জ্ঞানতা এবং সব রকমের দুর্বলতার পরেও 'কিতাবুস্ সিয়ামের' দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার তৌফিক দান করেছেন। তাঁর ফজল ও ইহসান না হলে কিছুই করা সম্ভব হত না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা আমাকে একাজে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহপাক এই পুস্তককে প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবার এবং সকল পাঠক-পাঠিকার নাজাতের উসীলা বানান। আমীন

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

২১ জিলহজ্ব, ১৪০৭ হিজরী
১৫ই জুলাই, ১৯৮৭ ইং

মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী
রিয়াদ, সৌদি আরব

অনুবাদকের আরয

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যিনি সারা জাহানের এক প্রতিপালক এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাগণের প্রতি।

'সিয়াম' বা রোযা ইসলামের চতুর্থ রুকন। মুসলিমের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রোযা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য ঢালস্বরূপ। রোজহাশরে আল্লাহপাক নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। সকল মুসলমানকে প্রিয় নবীর তরীকা অনুযায়ী সিয়াম পালন করা ফরজ।

সৌদি আরবে অবস্থানরত বিশিষ্ট আলেম জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব সহীশুদ্ধ হাদীস সমূহের আলোকে রোযার বিধি-বিধান সম্পর্কে 'কিতাবুস সিয়াম' নামে উর্দূ ভাষায় একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্যিকার অর্থে যারা রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক সিয়াম পালন করতে চান, তাঁদের জন্য পুস্তকটি অত্যন্ত সহায়ক হবে ধারণা করে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ করা হলো।

বাহরাইনে অবস্থানরত বন্ধুবর জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব পুস্তকটি অনুবাদের প্রেরণা এবং অনুবাদ ও তাহকীকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বদলা দিন।

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করি যেন, তিনি পুস্তকটি ও এর অনুবাদকে আপন অনুগ্রহে খালেছ নিজের জন্য কবুল করতঃ লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এতে বর্ণিত বিধি-বিধান অনুযায়ী সিয়াম পালনকারী সকলের জন্য পরকালে নাজাতের উসীলা করেন। আমীন।

বিনীত

কোরআন ও সুন্নাহের খাদেম

মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী

বাহ্‌রাইন

১৪/১০/১৪১৯ হিজরী

৩১/১/১৯৯৯ইং

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীস ঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় হুজুরপাক (সাঃ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফুঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফ ঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম নেওয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয় তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথা-মাশহুর, আজীজ, গরীব।

মাশহুর ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আজীজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে দু'য়ে দাঁড়িয়েছে।

গরীব ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয় এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুল ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা এবং তাকওয়া, আদালত সর্বজন স্বীকৃতি হয় তাকে 'মাকবুল' বলে। হাদীসে মাকবুল দুই প্রকার। যথা-সহীহ, হাসান।

সহীহ ঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্র) বর্ণিত আছে এবং এতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসান ঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমানিত হয় তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

হাদীসে সহীহের স্তরসমূহ ঃ সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা জয়ীফ ঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না তাকে হাদীসে 'জয়ীফ' বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকতি ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দাল ঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দাল বলে।

মাওজু ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওজু' বলে।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকার ঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা–এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবেসিত্তা' বলে।

জামি ঃ যে হাদীস গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়, যেমনঃ জমি তিরমিজি।

সুনান ঃ যে হাদীস গ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয় তাকে 'সুনান' বলা হয় যেমনঃ সুনানে আবুদাউদ।

মুসনাদ ঃ যে হাদীসের গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদে ইমাম আহমদ।

মুসতাখরাজ ঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসূত্রে বর্ণনা করা হয় তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুসতাদরাক ঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম

আরবায়ীন ঃ যে হাদীস গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী।

فرضية الصيام
রোজা ফরজ হওয়ার বর্ণনা

মাসআলা-১ ঃ রোযা ইসলামের মৌলিক ফরজগুলোর একটি।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **«بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»**. متفق عليه . (١)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। –বুখারী, মুসলিম।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال: **«تعبد الله لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان** قال فوالذى نفسى بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم: **«من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»**. رواه البخارى. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, "আমাকে একটি কাজ বলেন যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি।" নবী (সাঃ) বললেনঃ "আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করিও না, ফরজ নামাজ কায়েম কর, ফরজ যাকাত আদায় কর এবং রমযান মাসের রোযা রাখ। লোকটি বললঃ "আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশী কিছু করবনা।" যখন লোকটি ফিরে গেল তখন নবী (সাঃ) বললেন, "বেহেশতী লোক দেখা যার ইচ্ছা সে যেন একে দেখে।" –সহীহ আল বুখারী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ঃ ১/৩৪, হাদীস নং-৭।*

২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২, হাদীস নং-১৩০৭।*

فضل الصوم
রোযার ফজিলত

মাসআলা-২ ঃ রমযানুল মোবারক আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.** متفق عليه (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যখন রমযান মাস আসে বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়।"–বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩ ঃ রমযান মাসে ওমরা করার ছাওয়াব হজ্বের সমান।

عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضى الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجى معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة. رواه مسلم.(٢)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক আনসারী মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্ব করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দুটি উট ছিল। আমার ছেলের বাপ ও তাঁর ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্ব করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য পানি বহনের উদ্দেশ্যে রেখে যান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "রমযান মাস আসলে তুমি ওমরা কর, কারণ এ মাসের ওমরা একটা হজ্বের সমান।" –মুসলিম।

মাসআলা-৪ ঃ রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে।

عن عبد الله بن عمرو (رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه ويقول القرآن منعتة النوم بالليل فشفعنى فيه قال فيشفعان.** رواه أحمد والطبرانى. (صحيح) (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রোযা এবং কোরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবেঃ "হে আমার প্রভু! আমি তাকে দিনে তার আহার ও প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন" এবং কোরআন বলবে "আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" –আহমদ, তাবরানী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩৩, হাদীস নং-১৭৬৪।*

২. *মুসলিম শরীফ [আরবী-বাংলা] ঃ ৪/৩০৩, হাদীস নং ২৯০৪।*

৩. *মুসনাদে আহমদ ঃ ১০/১১৮, হাদীস নং ৬৬২৬।*

মাসআলা-৫ ঃ রোযার প্রতিদান অগণিত

عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فانه لى وأنا اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد أو قاتله فليقل إنى أمرؤ صائم». متفق عليه. (١)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মানব সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদানকে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহপাক বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব। সে আমারই জন্য নিজ প্রবৃত্তি ও খানাপিনার জিনিস ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশতে নিজ প্রভুর সাক্ষাত লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোজার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলেঃ "আমি একজন রোযাদার।"–বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৬ ঃ রোযাদারের জন্য বেহেশতে 'রায়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা বানানো হয়েছে।

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إن فى الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.** متفق عليه. (٢)

হযরত সাহাল ইবনে সাআ'দ রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে। এগুলোর একটির নাম 'রায়্যান'। এ দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭ ঃ রমজানের পূর্ণ মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহপাক লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **«إذا كانت أول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغى الخير أقبل. ويا باغى الشر أقصر. ولله عتقاء من النار. وذلك فى كل ليلة».** رواه ابن ماجه (٣) (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রমজান মাসের প্রথম রাত্র থেকেই শয়তান এবং দুষ্ট জ্বিনদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। জাহান্নামের সমূহ দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি দরজাও তার খোলা থাকে না। আর বেহেশতের সমূহ দরজা খুলে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর এক ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে থাকেন, হে পূণ্য তলবকারী অগ্রসর হও, আর হে পাপ তলবকারী পিছে হঠ। আর রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহপাক লোকদিগকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" –ইবনে মাজা।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ পৃঃ ৩৬০, ৩৬২, হাদীস নং-১৮৯৪, ১৯০৪।*

২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৩/২৯০, হাদীস নং-৩০১৬।*

৩. *সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ঃ ১মখন্ড হাদীস নং ১৩৩১।*

মাসআলা-৮ ঃ প্রত্যেক দিন ইফতারের সময়ও আল্লাহপাক লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

عن جابر رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك فى كل ليلة.** رواه ابن ماجة. (صحيح) (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় লোকজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।"–ইবনে মাজা।

মাসআলা-৯ ঃরমযান মাসে সিয়াম ও কিয়ামুল্লাইল আদায়কারী কেয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

عن عمرو بن مرة الجهنى رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن أنا؟ قال: **من الصديقين والشهداء.** رواه البزار وابن ماجه وابن حبان (صحيح) (٢)

হযরত আমর ইবনে মুররাহ আলজুহানী (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, যাকাত দেই এবং রমযানে রোযা রাখি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি, তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভূক্ত? হুজুর বললেন, সিদ্দিক ও শহীদগণের অন্তর্ভূক্ত। –ইবনে হিব্বান।

---

১. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৩৩২ ।*

২. *সহীহ্ তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৫৮ ।*

أهمية الصوم
রোযার গুরুত্ব

মাসআলা-১০ ঃ রমযান মোবারকের কল্যাণ বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য।

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم.** رواه ابن ماجه. (حسن) (١)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রমযান যখন এল হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এইমাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি আছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর চির বঞ্চিত ও হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।" ইবনে মাজা।

মাসআলা-১১ ঃ রমযান পেয়েও যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত অর্জন করতে পারেনি তার জন্য ধ্বংস।

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر «فأحضرنا فلما ارتقى درجة قال (آمين) فلما ارتقى الدرجة الثانية قال (آمين) فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال (آمين) فلما نزل قلنا يارسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لى فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت (آمين) فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت (آمين) فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت (آمين). رواه الحاكم بسند صحيح. (صحيح) (٢)

হযরত কাআব' ইবনে উজরাহ (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে বললেন, 'মিম্বর নিয়ে আস, আমরা মিম্বর নিয়ে আসলাম। যখণ নবী করীম (সাঃ) প্রথম সিঁড়িতে চড়লেন বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন চড়লেন, তখনও বললেন, আমীন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়ার পরও 'আমীন' বললেন। যখন হুজুর (সাঃ) মিম্বর থেকে নিচে অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কথা শুনেছি যা এর পূর্বে কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হযরত জিবরীল (আঃ) আমার কাছে আসিয়া বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পেয়েও নিজের পাপ মোচন করাইতে পারেনি।" আমি তার উত্তরে বললাম আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লাম তখন জিবরীল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হল, কিন্তু সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। আমি তার উত্তরে বললাম, আমীন। তারপর যখন আমি তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, জিবরীল বলল, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে আপন পিতা-মাতা বা তাঁদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে বেহেশ্‌ত অর্জন করতে পারিনি। আমি এর উত্তরেও বললাম, আমীন।—হাকিম।

---

১. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১/৫৯, হাদীস নং-১৩৩৭।*

২. *মুস্তাদরাকে হাকিম ঃ ৪/১৫৩, সহীহুত্ তারগীবঃ ১ম খন্ড, নং-৯৮৫।*

মাসআলা-১২ ঃ রোযা তরককারীদের শিক্ষণীয় পরিণতি।

عن أبى أمامة الباهلى (رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم تانى رجلان فأخذا بضبعى فأتيابى جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت إنى لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك صعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل لنار ثم انطلق بى فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من ولاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ...» الحديث . رواه ابن خزيمة وابن حبان. (صحيح) (١)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, তি বলেছেন, "আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম আমার কাছে দুইজন লোক আসল, তাঁরা আমার বাহু ধ আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে আসল এবং আমাকে বলল, এ পাহাড়ে চড়েন। আ বললাম, আমি চড়তে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য সহজ করে দেব। অতঃপর আ পাহাড়ে চড়লাম এবং একেবারে চূড়ায় পৌঁছে গেলাম সেখানে আমি চিৎকারের শব্দ শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই চিৎকারের শব্দগুলো কি? তারা বলল, এসব জাহান্নামবাসীদের চিৎকারের শব্দ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হলেন, তথায় আমি দেখলাম কতগুলো লোকজনকে উল্টো দিকে লটকানো হয়েছে এবং তাদের মুখমন্ডল চিরে দেয়া হয়েছে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তারা উত্তর দিলেন, এরা সে লোকজন যারা সময়ের পূর্বে রোযা ইফতার করে ফেলত।" –ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান।

১. *সহীহ ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/২৩৭, হাদীস নং-১৯৮৬ ।*

الصيام فى ضوء القرآن
কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে রোযা

মাসআলা-১৩ ঃ রোযা ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে এক ফরজ।

মাসআলা-১৪ ঃ রোযা পূর্বের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল।

মাসআলা-১৫ ঃ রোযার উদ্দেশ্য হল গুনাহ্ থেকে বাঁচা এবং পুণ্যের উপর চলার শিক্ষা দেওয়া।

{يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (٢:١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।" –সুরা আল বাক্বারা ঃ ১৮৩।

মাসআলা-১৬ ঃ প্রত্যেক মুসলমান যে রমযান মাস পায় তার উপর পূর্ণ এক মাস রোযা পালন ফরজ।

মাসআলা-১৭ ঃ মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু রমযানের পরে ছেড়েদেওয়া রোযাগুলোর কাজা আদায় করতে হবে।

মাসআলা-১৮ ঃ মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিকে রোযা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোন কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

মাসআলা-১৯ ঃ রমযানের মাস আল্লাহপাকের বিশেষ ইবাদত ও প্রশংসাবাদের মাস।

{شهر رمضان الذين انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهديكم ولعلكم تشكرون} (٢: ١٨٥)

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এমাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুণ আল্লাহতায়ালার মহত্ত্ব বর্ননা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" আল বাক্বারা ঃ ১৮৫।

মাসআলা-২০ ঃ রমযান মাসে রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা জায়েয।

মাসআলা-২১ ঃ ইফতারের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়টুকু রোযা পালনের অন্তর্ভূক্ত নয়।

মাসআলা-২২ ঃ এতেকাফের সময় রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা নিষেধ।

{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاعنكم فالئن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون فى المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيته للناس لعلهم يتقون} (٢:١٨٧)

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনাকরেন, আল্লাহ্ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।"–সূরা আল বাক্বারা-১৮৭।

رؤية الهلال
চাঁদ দেখার মাসায়েল

মাসআলা-২৩ ঃ রমযানুল মোবারকের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা চাই।

মাসআলা-২৪ ঃ শাবান মাসের শেষে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা উচিত। আর যদি রমযানের শেষে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা চাই।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه.** (١)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা রাখ না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা খোল না, যদি চাঁদ তোমাদের কাছে গোপন থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৫ ঃ এক মুসলমানের সাক্ষীর উপর রোযা শুরু করা যেতে পারে।

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ترآئ الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم انى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داؤد. (صحيح) (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "লোকেরা চাঁদ দেখেছে আমি নবী করীম (সাঃ)কে বললাম, আমিও চাঁদ দেখেছি, তখন নবী (সাঃ) নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-২৬ ঃ রমযান মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ আপাতঃদৃষ্টিতে ছোট-বড় হওয়াতে কোন রকমের সন্দেহে পতিত হওয়া উচিত নয়।

عن أبى البخترى رضى اله عنه قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس رضى الله عنهما فقلنا انا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أى ليلة رأيتموه قال قلنا ليلة كذا وكذا فقال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه . رواه مسلم.(٣)

হযরত আবুল বুখতরী (রজিঃ) বলেন, "আমরা ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, যখন 'বাতনে না খলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলাম তখন আমরা (নুতন) চাঁদ দেখতে পেলাম। এসময় কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এতো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ বললেন, এতো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইবনে আব্বাস (রজিঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম আমরা তো চাঁদ দেখেছি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছেন, এটি তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এটি দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম অমুক রাত্রে। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন, মূলতঃ এটি ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।" –মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩৬, হাদীস নং-১৭৭১।*

২. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৫৫, হাদীস নং-২৩৪২।*

৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/২২, হাদীস নং-২৩৯৬।*

মাসআলা-২৭ ঃ নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم: كان إذا رأى الهلال قال: **اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربى وربك الله.** رواه الترمذى.(١) (صحيح)

হযরত তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখন চাঁদ দেখতেন এই দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা বিল্ আমনি ওয়াল্ ঈমানি ওয়াস্সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহু।" –তিরমিজি।

মাসআলা-২৮ ঃ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করার ব্যাপারে উপস্থিত এলাকা বা দেশের খেয়াল করতে হবে।

মাসআলা-২৯ ঃ রমযান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোযার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রমযান মাসের রোযার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে বৃদ্ধি রোযাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে। আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোযাগুলো ঈদের পর পূর্ণ করে দিবে।

عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. فقال فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس رضي الله عهنما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أفلا نكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد والنسائى.(٢)

হযরত কুরাইব (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনতে হারিছ তাঁকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া (রজিঃ)-এর নিকট পাঠালেন। (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমার দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন্ দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমার দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুআবিয়া (রজিঃ)ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম মুআবিয়া (রজিঃ)-এর চাঁদ দেখা এবং তার সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"– মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-৩০ ঃ মেঘের কারণে যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় এবং রোযা রাখার পর জানা যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে, তখন রোযা খুলে ফেলতে হবে।

হাদীসের জন্য 'ঈদের নামাজের মাসায়েল' অধ্যায়ে মাসআলা নং-১৭৭ দ্রষ্টব্য।

---

১. *সহীহু সুনানিত তিরমিজি ঃ ৩/১৫৭, হাদীস নং-২৭৪৫।*

২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/২০, হাদীস নং-২৩৯৫।*

النية
নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-৩১ ঃ সকল কর্মের প্রতিদান ও ছাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخارى (١)

হযরত উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, সব কাজই নিয়ত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরাত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।" –বুখারী

মাসআলা-৩২ ঃ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা রাখা শিরক।

عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائى فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه أحمد.(٢) (حسن)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে ছদকা করল সেও শিরক করল।"–মুসনাদে আহমদ

মাসআলা-৩৩ ঃ রোযার নিয়ত হৃদয়ের ইচ্ছায় হয়ে যায়। প্রচলিত শব্দ بصوم غد نويت [বিসাওমি গাদিন নাওয়াইতু] বলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৩৪ ঃ ফরজ রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে করা জরুরী।

عن حفصة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داؤد والترمذى. (صحيح)(٣)

হযরত হাফছা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করবেনা তার রোযা হবে না।" [আবুদাউদ, তিরমিযি]

মাসআলা-৩৫ ঃ নফল রোযার নিয়ত দিনে সূর্য ঢলার পূর্বে যে কোন সময়ে করা যেতে পারে।

মাসআলা-৩৬ ঃ নফল রোযা যে কোন সময় যে কোন কারণে ভাঙ্গা যেতে পারে।

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإنى إذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.(٤)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার নিকট [খাওয়ার মত] কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। এরপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য হায়স [ঘি এবং পনির মিশ্রিত খেজ ুর] হাদিয়া পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমাকে দেখাও আমার তো ভোর হয়েছে রোযাবস্থায়। তারপর তিনি তা আহার করলেন।" –মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/১৯, প্রথম হাদীস।*
২. *মুসনাদে আহমদ ঃ ১৯/২২১ [আলফাতহুর রাব্বানী]*
৩. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৮২, হাদীস নং-২৪৫৪।*
৪. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১০৬, হাদীস নং-২৫৮২।*

السحور والافطار
সাহরী ও ইফতারের মাসায়েল

মাসআলা-৩৭ ঃ সাহরী খাওয়ায় বরকত রয়েছে।

মাসআলা-৩৮ ঃ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর জেনে শুনে সাহরী ছাড়বে না।

عن أنس رضی الله عنـه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **تسحروا فان فی السحور بركة**. متفق عليه.(١)

হযরত আনাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সাহরী খাও কেননা সাহরীতে বরকত আছে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩৯ ঃ রমযানে ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত।

عن عائشة رضی الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». رواه البخاری.(٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, বেলাল রাত্রি থাকতে আযান দেয়। তাই রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা খানা-পিনা করতে থাক যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। কেননা সে ফজর না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না।" –বুখারী।

মাসআলা-৪০ ঃ ইফতার তাড়াতাড়ি করা এবং সাহরী দেরীতে খাওয়া নবীগণের তরীকা।

عن أبی الدرداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال فی الصلاة. رواه الطبرانی». (صحيح)(٣)

হযরত আবুদ্দারদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তিনটি বিষয় নবীগণের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। ১. তাড়াতাড়ি ইফতার করা ২. সাহরী দেরীতে খাওয়া ৩. নামাজ অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বাঁধা।"–ত্বাবরানী।

মাসআলা-৪১ ঃ সাহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ খানা না ছেড়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া দরকার।

عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا سمع النداء أحدكم والاناء فی يده فلا يضعه حتى يقضی حاجته منه**. رواه أبوداؤد. (صحيح) (٤)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর খাওয়ার বাসন তার হাতে থাকে তখন সে যেন তা রেখে না দেয় যতক্ষণ না তা থেকে আপন আবশ্যক পূর্ণ করে।"–আবুদাউদ।

মাসআলা-৪২ ঃ রোযা ইফতারের জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া শর্ত।

عن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم**. متفق عليه. (٥)

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪২, হাদীস নং-১৭৮৭ ।*
২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪০, হাদীস নং-১৭৮৩ ।*
৩. *সহীহুল জামিউস সাগীর ঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৩০৩৪ ।*
৪. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৫৭, হাদীস নং-২০৫০।*
৫. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৬, হাদীস নং-১৮১৫।*

হযরত উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যখন রাত্রি আগমন করে আর সূর্য অস্ত হয়ে যাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।" –বুখারী, মুসলিম।

বিঃদ্রঃ সফরকালীন জাহাজে সাওয়ার হওয়ার সময় ইফতারের সময় ১৫ মিনিট বাকী ছিল, কিন্তু জাহাজ উদ্দিষ্ট উর্ধ্বগমনের পর ১ ঘন্টা পরে সূর্য অস্ত গেল। তখন রোযাদারকে এক ঘন্টা পরেই ইফতার করতে হবে। এমনিভাবে সাহরীর সময়কেও উপস্থিত স্থানের খেয়াল করে ঠিক করতে হবে।

মাসআলা-৪৩ ঃ তাজা খেজুর, শুকনো খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত।

মাসআলা-৪৪ ঃ লবন দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داؤد. والترمذى. (حسن) (١)

হযরত আনাস (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) মাগরিবের নামাজের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত শুকনো খেজুর দ্বারা করতেন। যদি শুকনো খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক কোশ পানি পান করতেন।"–আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-৪৫ ঃ রোযা ইফতারের সময় নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: **ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.** رواه أبو داؤد. (حسن) (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "নবীকরীম (সাঃ) যখন রোযা ইফতার করতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন, 'যাহাবায যোয়ামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল্ আজরু ইনশাআল্লাহ' অর্থাৎ তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহেন তো ছাওয়াব নির্ধারিত হল।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৪৬ ঃ রোযাদারকে ইফতার করালে রোযাদারের সমান ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.** ترمذى. (صحيح) (٣)

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান ছাওয়াব পাবে এবং রোযাদারের ছাওয়াবও কোন ক্ষেত্রে কম করা হবে না।"–তিরমিজি।

মাসআলা-৪৭ ঃ যে ব্যক্তি ইফতার করাবে তার জন্য দোয়া করা উচিত।

عن انس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال: **افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة.** رواه أحمد (صحيح) (٤)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কারো কাছে ইফতার করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, "আফত্বারা ইনদাকুমুস্সায়িমুন ওয়া আকালা ত্বায়ামাকুমুল আবরারু ওয়া তানাযযালাত আলাইকুমুল মালায়িকাতু।"–আহমদ।

---

১. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৫৯, হাদীস নং-২০৫৬।
২. সহীহ্ সুনানি আবি দাউদ ঃ ২/৫৯, হাদীস নং-২০৫৭।
৩. সুনানুত্ তিরমিজি ঃ ৩/১৭১, হাদীস নং-৮০৭।
৪. সহীহুল জামিউস্ সাগীর ঃ ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-৪৫৫৩।

صلاة التراويح
তারাবীর নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৮ ঃ তারাবীর নামাজ পূর্বের সকল সাগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

عن أبى هريرة رضى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.** رواه البخارى (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছাওয়াবের নিয়তে রমযানে কিয়াম তথা তারাবী পড়বে, তার অতীতের সমূহ গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"–বুখারী।

মাসআলা-৪৯ ঃ রমযান শরীফে তারাবী বা কিয়ামে রমযান অন্য মাস সমূহে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামে লায়লের অন্য নাম।

মাসআলা-৫০ ঃ রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তাহাজ্জুদের নামাজ অপেক্ষা রমযান মাসে তারাবীর তাগিদ ও গুরুত্ব অনেক বেশী।

মাসআলা-৫১ ঃ তারাবীর নামাজ সুন্নাত হিসেবে আট রাকাত। সুন্নাত বিনে রাকাতের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যার যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن رضى الله عنه أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فقالت ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة. يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا . رواه البخارى. (٢)

হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান শরীফে রাত্রের নামাজ কি রকম পড়তেন? হযরত আয়েশা (রজিঃ) উত্তরে বললেন, "রমযান এবং গায়রে রমযান উভয় সময়ে নবী করীম (সাঃ) রাত্রের নামাজ এগার রাকাতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন। পরে একই নিয়মে আরো চার রাকাত পড়তেন। আর তিন রাকাত বিতরের নামাজ পড়তেন।"।–বুখারী।

মাসআলা-৫২ ঃ তারাবীর নামাজের সময় এশা থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

মাসআলা-৫৩ ঃ তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত পড়া ভাল।

মাসআলা-৫৪ ঃ বিতর এক রাকাত পড়াসুন্নাত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحداة. متفق عليه. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম (সাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যকার সময়ে এগার রাকাত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দুরাকাতের পর সালাম ফিরাতেন অতঃপর এক রাকাত বিতর পড়তেন।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪৭, হাদীস নং-৩৬।*

২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৬।*

৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮।*

মাসআলা-৫৫ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মাত্র তিন দিন জামাতের সহিত তারাবীর নামাজ পড়েছেন।

মাসআলা-৫৬ ঃ মহিলা মসজিদে গিয়ে তারাবীর নামাজ আদায় করতে পারবে।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي. (صحيح) (١)

হযরত আবু যর (রজিঃ) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রোযা রেখেছি। নবী (সাঃ) আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়ালেন না, এমনকি রমযানের আর সাত দিন বাকী ছিল অর্থাৎ তেইশ তারিখ পর্যন্ত। তারপর তেইশ তারিখ রাত্রে আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়ালেন তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত। চব্বিশ তারিখ পড়ালেন না। পঁচিশ তারিখ রাত্রে অর্ধ রাত পর্যন্ত তারাবী পড়ালেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কতইনা ভাল হত, যদি আপনি আমাদেরকে সারারাত নামাজ পড়াতেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে চলে আসা পর্যন্ত ইমামের সাথে জামাতে নামাজ পড়েছে সে সারা রাত ইবাদত করার ছাওয়াব পাবে। এরপর যখন সাতাশ তারিখ হয়ে গেছে তখন আবার নামাজ পড়ালেন এবার পরিবারবর্গ এবং মহিলাদেরকেও আহবান করলেন এবং ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত নামাজ পড়ালেন।" –আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৫৭ ঃ এক, তিন অথবা পাঁচ রাকাত বিতর পড়াও সুন্নাত।

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يؤتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يؤتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماحه. (صحيح) (٢)

হযরত আবু আইয়ুব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিতরের নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাকাত, যার ইচ্ছা তিন রাকাত এবং যার ইচ্ছা এক রাকাতও পড়তে পারবে।"–আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৫৮ ঃ এক তাশাহুদ এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতর সুন্নাত।

মাসআলা-৫৯ ঃ বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' পড়া সুন্নাত।

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية قل يآ أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. (صحيح) (٣)

---

১. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৩৭৯, হাদীস নং-১৩৭৫।*

২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৩৯২, হাদীস নং-১৪২২।*

৩. *সহীহু সুনানিন নাসাঈ ঃ ১/৫৪৮, হাদীস নং-১৭০০।*

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) বিতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা', দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা আল কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' পড়তেন। আর শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন।" –নাসাঈ।

মাসআলা-৬০ ঃ মাগরিবের নামাজের মত দুই তাশাহ্হুদ এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া ঠিক নয়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم «لاتوتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولاتشبهوا بصلاة المغرب». رواه الدار قطنى. (صحيح) (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তিন বিতর পড়না, বরং পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত পড়। আর মাগরিবের নামাজের মত পড়না।"–দারা কুতনী।

মাসআলা-৬১ ঃ বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয।

سئل أنس بن مالك رضى الله عنه عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع وفى رواية قبل الركوع وبعده. رواه ابن ماجه. صحيح) (٢)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রজিঃ)কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকুর পর কুনুত পড়তেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ 'রুকুর আগে ও পরে উভয় নিয়মেই পড়তেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৬২ ঃ নবী করীম (সাঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ)কে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য যে দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হল এইঃ

عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: **اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.** رواه الترمذى وأبو داؤد والسنائى وابن ماجه والدارمى. (صحيح) (٣)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বিতরের নামাজে পড়ার জন্য এ দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন, "আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া আ'ফিনী ফীমান আ'ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা, ওয়া কিনী শাররা মা কাযাইতা, ফাইন্নাকা তাকযী ওয়ালা য়ুক্‌যা আলাইকা, ইন্নাহু লা য়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা ওয়া লা য়াযিযযু মান আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্নাবীয়্যি মুহাম্মাদিন।"–নাসাঈ, তিরমিজি, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী।

---

১. সুনানু দারা কুতনী ঃ ১/দ্বিতীয় অংশ, পৃ-১৭, হাদীস নং-১৬৩৫।

২. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা ঃ ১/৩৪৯, হাদীস নং-১১৯৬।

৩. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৩৯২, হাদীস নং-১৪২৫।

মাসআলা-৬৩ ঃ দ্বিতীয় মাসনুন দোয়া কুনুত হল এইঃ

عن عمر- رضى الله عنه- أنه قنت فقال: **بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثنى عليك الخير كله ونشكرك، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.** رواه الطحاوى. (صحيح) (إرواء الغليل: ٢/١٦٣) (١)

হযরত উমর (রজিঃ) এই দোয়া কুনুত পড়তেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা, ওয়া নাস্তাহদীকা, ওয়া নাস্তাগফিরুকা, ওয়া নাতুবু ইলাইকা, ওয়া নুমিনুবিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুছনি আলাইকাল খায়রা কুল্লাহু, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মান য়াফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানাবুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি ওয়ানাসজুদু ওয়া ইলাইকা আসআ ওয়া নাহফিদু, নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকাল জিদ্দা বিল্ কুফফারি মুলহিক।"–তাহাবী, ইরউয়াউল গালীল ২/১৬৩।

মাসআলা-৬৪ ঃ তিন রাতের কম সময়ে কোরআন খতম করা অপছন্দনীয়।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث.** رواه أبو داؤد. (صحيح) (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিন রাতের কম সময়ে কোরআন মজীদ খতম করেছে সে কোরআন বুঝেনি।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৬৫ ঃ একই রাতে কোরআন খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله فى ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه مسلم وأحمد وأبو داؤد. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একই রাতে পুরা কোরআন খতম করেছেন বা কোন রাতে ফজর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদত করেছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরা মাস রোযা রেখেছেন বলে আমার জানা নেই।" –আহমদ, আবুদাউদ, মুসলিম।

মাসআলা-৬৬ ঃ তেলাওয়াতে সিজদায় এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن بالليل: سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داؤد والترمذى والنسائى. (صحيح) (٤)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন বলতেন, "সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাছারাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী।"–আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

---

১. *মুসনান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ঃ ৩/১১০, হাদীস নং-৪৯৬৮।*
২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৩৮৬, হাদীস নং-১৩৯৪ ।*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/৭১, হাদীস নং-১৬০৯ ।*
৪. *তিরমিযি শরীফঃ ২/৪৭৪, হাদীস নং-৫৮০ ।*

মাসআলা-৬৭ ঃ ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজসমূহে দেখে দেখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।

كانت عائشة رضى الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف رواه البخارى (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) এর গোলাম যক্‌ওয়ান কোরআন মজীদ দেখে দেখে পড়ে তাঁর ইমামত করতেন।" –বুখারী, তা'লীক।

মাসআলা-৬৮ ঃ নফল ইবাদতে যতক্ষণ উদ্যম ও স্ফূর্তি থাকবে তৎক্ষণ ইবাদত করবে, যখন কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব হবে তখন ছেড়ে দেওয়া চাই।

মাসআলা-৬৯ ঃ ইবাদতসমূহে মধ্যপথ অবলম্বন করা ভাল।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر فليقعد.** متفق عليه. (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্ফূর্তি পরিমাণ সালাত আদায় করবে, যখন দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করবে তখন বসে পড়বে।"–বুখারী, মুসলিম।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا** . متفق عليه. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভাল কাজ কর, কারণ আল্লাহ তায়ালা সওয়াব দিতে কখনো ক্লান্ত হন না বরং তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়।"–বুখারী, মুসলিম।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.** رواه مسلم. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হওনা। যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করেছে।" –মুসলিম শরীফ।

---

1. *তাগলীকুত তালীক ঃ ২/২৯০, ২৯১।*
2. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/১২১, হাদীস নং-১৭০১।*
3. *মুসলিম শরীফঃ ৪/১০৯, হাদীস নং-২৫৯০।*
4. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১১৬, হাদীস নং-২৬০০।*

رخصة الصوم
রোযা না রাখার অনুমতির মাসায়েল

মাসআলা-৭০ ঃ সফরে রোযা রাখা এবং ছাড়া উভয় জায়েয।

ن عائشة رضى الله عنها قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه أنه قال للنبى صلى الله عليه سلم أأصوم فى السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী (রজিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কা জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর আমি কি সফরে রোযা রাখব? তিনি বেশী বেশী রোযা রাখতেন। নব (সাঃ) বললেন, "যদি চাও রাখতে পার, আর যদি চাও নাও রাখতে পার।"–বুখারী, মুসলিম।

أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: غزونامع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من ضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم. (٢)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, "রমযানের ষোল দিন অতিবাহিত হবার পর আ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সময়ে আমাদের কেউ সিয়াম পা করছিলেন আবার কেউ তা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সওমপালনকারী সওমভঙ্গকারীকে কো দোষারোপ করেনি এবং সওমভঙ্গকারী ও সওমপালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি। –মুসলিম

মাসআলা-৭১ ঃ ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না। বর পরে কাজা আদায় করবে।

মাসআলা-৭২ ঃ স্তন্যদানকারিনী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে তবে পরে কাজা আদায় করতে হবে।

ن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصل م تصم. فذلك من نقصان دينها. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এরূপ নয় কি, যখন মহি ঋতুবতী হয় তখন সে নামাজ-রোযা কিছুই করতে পারে না? এই হচ্ছে তাঁদের জন্য ধর্মের বিষ অসম্পূর্ণতা।"–বুখারী।

ن أنس بن مالك الكعبى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر صوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه أحمد وأبو داؤد والنسائى والترمذى وابن ماجه. حسن) (٤)

হযরত আনাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহপাক মুসাফির থে অর্ধেক নামাজ এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক থেকে রোযা উঠি দিয়েছেন।" –আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫১, হাদীস নং-১৮০৩।*

২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/৬০, হাদীস নং-২৪৮২।*

৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৫, হাদীস নং-১৮১১।*

৪. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৭১, হাদীস নং-২৪০৮।*

قال أبو الزناد أن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأى فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة رواه البخارى.(١)

হযরত আবুযযিনাদ (রহঃ) বলেন, "সুন্নাতসমূহ এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনেক সময় যুক্তি বিবর্জিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা বজায় রাখা অনিবার্য হয়ে যায়। এরূপ বিধিবিধানের একটি হলো ঋতুবতী মহিলারা রোযার কাজা আদায় করবে। কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না।" –বুখারী।

মাসআলা-৭৩ ঃ সফর অথবা জিহাদে কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে রোযা না রাখা জায়েয। আর যদি রাখিয়ে থাকে তাহলে ভাঙ্গাও যেতে পারে। এর জন্য পরে শুধু কাজা দিতে হবে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وسلم خرج إلى مكة فى رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، أفطر، فأفطر الناس. متفق عليه. (٢)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) ফতহে মক্কার সময় প্রথম অবস্থায় রোযাদার ছিলেন। যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন ইফতার করে ফেললেন, পরে অন্য লোকেরাও ইফতার করলেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৭৪ ঃ বার্ধক্য অথবা এমন কোন পীড়া যা শেষ হওয়ার আশা করা যায় না এর কারণে রোযা না রেখে ফিদয়া আদায় করা যেতে পারে। এক রোযার ফিদয়া হচ্ছে যে কোন ফকির মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানো।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدار قطنى والحاكم. (صحيح) (٣)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "বৃদ্ধের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু সে প্রত্যেক রোযার বদলে এক মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াইবে এবং তাঁর উপর কোন কাজা নেই"–দারা কুতনী, হাকেম।

মাসআলা-৭৫ ঃ যে সকল বিষয়ে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে যথা-অসুখ, ভ্রমণ, বার্ধক্য, জিহাদ আর মহিলাদের ব্যাপারে গর্ভ, স্তন্যদান ইত্যাদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি মনের আবেগে রোযা রাখে। কিন্তু তা পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা ভাল। এমতাবস্থায় সে পরে শুধু কাজা আদায় করবে।

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ماهذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم فى السفر. رواه البخارى.(٤)

হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরকালে একদা লোকজনের সমাগম দেখলেন, তাঁরা সবাই এক ব্যক্তির উপর ছায়া করে আছে। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? লোকজন বললেন, একজন রোযাদার। তারপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, সফররত অবস্থায় রোযা পালন নেকীর কাজ নয়।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৪, তাগলীক ঃ ৩/১৮৯।*
২. *সহীহ আল বুখারীঃ ২/২৫১, হাদীস নং-১৮০৪*
৩. *দারা কুতনী ঃ ১/দ্বিতীয় অংশ, পৃ-১৬৫, হাদীস নং-২৩৫৫ ।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫২, হাদীস নং-১৮০৬।*

صيام القضاء
কাজা রোযার মাসায়েল

মাসআলা-৭৬ ঃ ফরজ রোযা সমূহের কাজা আগামী রমযানের পূর্বে যে কোন সময়ে আদায় করা যায়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان. متفق عليه.(١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "আমার উপর রমযানের রোযা বাকী থাকত, আর আমি শাবানের পূর্বে কাজা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।"–বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭৭ ঃ ফরজ রোযার কাজা একসাথে লাগাতার অথবা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা যায়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطنى فقال اسناده صحيح.(٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রোযা সম্পর্কে প্রথমে এই বিধান ছিল যে,কাজা রোযাসমূহ অন্য মাসে লাগাতার রাখতে হবে। পরে লাগাতার রাখার কথাটা রহিত হয়ে গেছে।" –দারাকুতনী।

قال ابن عباس رضى الله عنهما لابأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر . رواه البخارى. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "পৃথক পৃথকভাবে রোযা রাখলে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ আল্লাহপাক বলেছেন, "অন্যদিনে সংখ্যাটুকু পূর্ণ করবে।" –বুখারী।

মাসআলা-৭৮ ঃ মৃত ব্যক্তির কাজা রোযাসমূহ তার ওয়ারিশদের আদায় করে দেয়া উচিত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. (٤)

হরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি মারা গেলে আর তার উপর ফরজ রোযা বাকী থাকলে তখন তার ওয়ারিসগণ কাজা আদায় করে দিবে।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৪, হাদীস নং-১৮১০।
২. দারা কুতনী ঃ ১/দ্বিতীয় অংশ, পৃ-১৫৩, হাদীস নং-২২৯১।
৩. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৪, তাগলীক ঃ ৩/১৮৬।
৪. সহীহ আল বুখারীঃ ২/২৫৫, হাদীস নং-১৮১২।

মাসআলা-৭৯ ঃ নফল রোযা সমূহের কাজা আদায় করা ওয়াজেব নয়।

عن أم هانى قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة- جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانى عن يمينه، قال فجاءت الوليدة باناء فيه شراب فناولته، فشرب منه، فقال لها، أكنت تقضين شيئا"؟ قال: لا، قال "فلايضرك إن كان تطوعا". رواه أبوداؤد. (صحيح) (١)

হযরত উম্মেহানী (রজিঃ) বলেন, "যখন মক্কা বিজয়ের দিন হল হযরত ফাতেমা (রাজিঃ) এসে রাসূল (সাঃ)-এর বাম দিকে বসলেন আর উম্মেহানী ডান দিকে। এসময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে আসল যাতে পানীয় ছিল। হুজুর (সাঃ) তা থেকে কিছু পান করে উম্মেহানীকে দিলেন। উম্মেহানী তা থেকে কিছু পান করলেন, তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পান করলাম অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কাজা রোযা রেখেছিলে কি? তিনি বললেন, না। হুজুর (সাঃ) বললেন, তোমার ক্ষতি হবে না যদি নফল রোযা হয়।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৮০ ঃ যদি কেউ মেঘের কারণে সময়ের পূর্বে রোযা ইফতার করে ফেলে কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সূর্য তখন ডুবেনি। এমতাবস্থায় কাজা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে সাহরীর সময় খানা খেয়ে ফেলল কিন্তু পরে জানতে পারল যে তখন সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তখনও কাজা আদায় করা ওয়াজেব।

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: فلابد من ذلك. رواه ابن ماجة والبخارى. (صحيح) (٢)

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রজিঃ) বলেন, "রাসূল করীম (সাঃ) এর জামানায় একদিন আমরা মেঘের কারণে রোযা ইফতার করেছি, কিন্তু পরে সূর্য দেখা গেছে। [হাদীসের রাবী বলেন] আমি হিশামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষদের কি কাজার আদেশ দেয়া হয়েছিল? হিশাম বলল, কাজা ব্যতীত অন্য কোন পন্থাও তো ছিল না।"–ইবনে মাজা, বুখারী।

---

১. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৮৩, হাদীস নং-২৪৫৬।*
২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৮, হাদীস নং-১৮২০।*

الحالات التى لايكره فيها الصوم
যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয় না

মাসআলা-৮১ ঃ ভুলে কিছু খেলে অথবা পান করলে রোযা ভাঙ্গেওনা এবং মাকরূহও হয় না।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.** رواه البخارى. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি ভুলে কিছু খায় অথবা পান করে তখন সে রোযা পূর্ণ করবে, কারণ তাকে আল্লাহপাকই খাওয়ালেন এবং পান করালেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৮২ ঃ মিসওয়াক করলে রোযা মাকরূহ হয় না।

عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصى أو أعد. رواه البخارى. (٢)

হযরত আমির ইবনে রাবিয়া (রজিঃ) বলেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)কে রোযা অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি।" –বুখারী।

মাসআলা-৮৩ ঃ গরমের তীব্রতার কারণে রোযাদার মাথায় পানি দিতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না।

عن أبى بكر بن عبد الرحمن رحمة الله عليه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أبو داؤد. (٣)

হযরত আবুবকর ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর ছাহাবীদের একজন বলেছেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)কে দেখেছি যে, তিনি রোযাবস্থায় গরমের প্রখরতার কারণে মাথায় পানি ঢালতেছেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৮৪ ঃ রোযাবস্থায় 'মজী' বের হলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না।

قال ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهم الصوم مما دخل وليس مما خرج. رواه البخارى. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) এবং হযরত ইকরামা (রজিঃ) বলেন, "কোন বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে রোযা ভাঙ্গে। শরীর থেকে কিছু বের হলে রোযা ভাঙ্গে না।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৬, হাদীস নং-১৭৯৫।*
২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৬, তাগলীক ঃ ৩/১৫৭।*
৩. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৬১, হাদীস নং-২৩৬৫।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫০, তাগলীক ঃ ৩/১৭৮।*

মাসআলা-৮৫ ঃ মাথায় তৈল ব্যবহার করলে, চিরুনী করলে অথবা চোখে সুরমা ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হয় না।

মাসআলা-৮৬ ঃ ডেকচি-হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে, থুথু গিলে ফেললে অথবা মাছি গলায় চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয় না।

মাসআলা-৮৭ ঃ রোযাদার গরমের প্রখরতার কারণে কাপড় পানিতে ভিজিয়ে তা শরীরে রাখতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না।

قال ابن مسعود رضى الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. (১)
قال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل (২)
قال ابن عباس رضى الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء (৩)
قال عطاء وقتادة يبتلع ريقه (8)
قال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه (৫)
بل ابن عمر رضى الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. رواه البخارى. (৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, "যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখবে, তাকে তৈল ব্যবহার এবং চিরুনী ব্যবহার করা দরকার।"

হযরত হাসান (রজিঃ) বলেন, "রোযাদারের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার ক্ষতিকর নয়, তবে শর্ত হল- গলায় না পৌঁছতে হবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেনঃ রোযাদার ডেগচি-হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।"

হযরত আতা এবং কাতাদা (রহঃ) বলেনঃ "রোযাদার নিজের থুথু গিলে খেতে পারবে।"

হযরত হাসান (রজিঃ) বলেনঃ "যদি মাছি রোযাদারের গলায় চলে যায়, তাতে কোন অসুবিধা হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) রোযাবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে তা শরীরে রাখতেন।

মাসআলা-৮৮ ঃ যদি কারো উপর গোসল ফরজ ছিল কিন্তু সে দেরীতে উঠল তাহলে প্রথমে রোযা রাখবে পরে গোসল করবে। তবে খানা খাওয়ার পূর্বে ওজু করে নেয়া ভাল।

عن أبى بكربن عبد الرحمن رحمة الله عليه قال كنت أنا وأبى فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضى الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك. رواه البخارى. (৭)

হযরত আবুবকর ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, "আমি এবং আমার পিতা হযরত আয়েশা (রজিঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বপ্নদোষ নয় বরং স্ত্রীসহবাসের কারণে জনাবতওয়ালা হয়ে সকাল করতেন এবং গোসল ব্যতীত রোযা রাখতেন। [তারপর ফজরের নামাজের পূর্বে গোসল করতেন] এরপর আমরা হযরত উম্মে সালমা (রজিঃ) এর কাছে গেলাম। তিনিও একই কথা বললেন।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৫, তাগলীক ঃ ৩/১৫১।*
২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৭, তাগলীক ঃ ৩/১৬৮।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৫, তাগলীক ঃ ৩/১৫২।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৬, তাগলীক ঃ ৩/১৬৬।*
৫. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৫, তাগলীক ঃ ৩/১৫৬।*
৬. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৪, তাগলীক ঃ ৩/১৫১।*
৭. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৫, হাদীস নং-১৭৯৪।*

عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضا وضوءه للصلاة. رواه مسلم (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনাবত অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া বা নিদ্রা যেতে চাইলে প্রথমে নামাজের ওযুর মত ওযু করে নিতেন।"–মুসলিম।

মাসআলা-৮৯ ঃ রোযাবস্থায় চুম্বন করা জায়েয। তবে শর্ত হল নিজ প্রবৃত্তির উপর পুরোপুরী কন্ট্রোল থাকতে হবে।

মাসআলা-৯০ ঃ গরমের প্রখরতার কারণে রোযাদার গোসল অথবা কুলি করতে পারবে।

عن عمر رضى الله عنه قال هششت وأنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وانا صائم فقال: ارأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم؟ رواه أحمد وأبو داؤد. (٢)

হযরত উমর (রজিঃ) বলেন, "একদা আমার মন চাইল এবং রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করলাম। অতঃপর আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, আজ আমি এক বড় ভুল করে ফেলেছি, রোযাবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তুমি রোযাবস্থায় কুলি করতে তাহলে কি করতে? আমি বললাম, কুলিতে তো কোন অসুবিধা নেই। নবী (সাঃ) বললেন, তাহলে আর কোথায় অসুবিধা আছে? অর্থাৎ স্ত্রীকে চুম্বন করলেও কোন অসুবিধা নেই।" –আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা-৯১ ঃ রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগান জায়েয।

عن ابن عباس رضى الله عنه قال احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو صائم. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা নিয়েছিলেন।" –বুখারী।

বিঃদ্রঃ-চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সুঁই, ব্লেড অথবা ক্ষুর দ্বারা শরীরের কোন অংশ থেকে রক্ত বের করে ফেলাকে 'শিঙ্গা লাগান' বলা হয়।

---

১. *মুসলিম শরীফ ঃ ২/৭৪, হাদীস নং-৫৯১।*

২. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৬৪, হাদীস নং-২৩৮৫।*

৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫০, হাদীস নং-১৮০০।*

الاشياء التى لايجوز فعلها فى الصوم
রোযাবস্থায় জায়েয নয় এমন কার্যসমূহ

মাসআলা-৯২ ঃ গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালমন্দ ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ করা রোযা অবস্থায় নাজায়েয।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخارى. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যাচার ছাড়েনি তার খানা-পিনা ছেড়ে দেয়াতে আল্লাহর কোন কাজ নেই।" –বুখারী।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى امرء صائم. رواه البخارى. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রোযা ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসবে তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থ শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালী দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার।" –বুখারী।

মাসআলা-৯৩ ঃ রোযা অবস্থায় বেহুদা কথা, অশ্লীল কাজ-কর্ম এবং মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার নিষেধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إنى صائم إنى صائم. رواه ابن خزيمة. (صحيح) (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রোযা খানাপিনা ছাড়ার নাম নয় বরং বেহুদা বা অনর্থ এবং অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। সুতরাং যদি কেউ রোযাদারকে গালী দেয় অথবা মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করে তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।" –ইবনে খুযায়মা।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تساب وأنت صائم فإن سابك أحد فقل إنى صائم وإن كنت قائما فاجلس. رواه ابن خزيمة.(٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "রোযা অবস্থায় কাউকে গালী দিও না। যদি অন্য কেউ তোমাকে গালী দেয়, তাকে বলে দাও যে, আমি রোযাদার। আর যদি দাঁড়ানো অবস্থায় থাক তাহলে বসে পড়।" –ইবনে খুযায়মা।

মাসআলা-৯৪ ঃ যে রোযাদার আপন প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না তার জন্য স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা বা চুম্বন করা জায়েয নয়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه البخارى.(٥)

---

১. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩৪, হাদীস নং-১৭৬৮।
২. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩০, হাদীস নং-১৭৫৯।
৩. সহীহ ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/২৪২, হাদীস নং-১৯৯৬।
৪. সহীহ ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯৯৪।
৫. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৪, হাদীস নং-১৭৯০।

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাবস্থায় চুম্বন করতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশী নিজ প্রবৃত্তির উপর দমন ক্ষমতা রাখতেন।" –বুখারী।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب. رواه أبو داؤد. (حسن) (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রোযাবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রোযাবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা যাবে কিনা? হুজুর (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলেন। নবী (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেনঃ যাকে নবী করীম (সাঃ) অনুমতি দিলেন সে ছিল বৃদ্ধ। আর যাকে নিষেধ করেছিলেন সে ছিল এক যুবক।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৯৫ ঃ রোযাবস্থায় কুলি করার সময় এমনভাবে নাকে পানি দেওয়া যদ্বারা গলায় পানি পৌছার আশংকা হয়, নাজায়েয।

عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داؤد. والترمذى (صحيح) (٢)

হযরত লকীত ইবনে ছাবুরাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ওযুকে পূর্ণ কর, আঙ্গুল সমূহ খেলাল কর এবং নাকে ভালভাবে পানি পৌছাও, কিন্তু রোযাবস্থায় এরূপ কর না।" –আবুদাউদ।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৬৫, হাদীস নং-২৩৮৭।*

২. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৪৮, হাদীস নং-১৪২।*

الأشياء التي تفسد الصوم
রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

াসআলা-৯৬ ঃ রোযাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তার উপর কাজা এবং কাফ্ ারা উভয় ওয়াজিব হয়।

াসআলা-৯৭ ঃ রোযার কাফ্ফারা হল একটি দাস আজাদ করে দেয়া অথবা দুইমাস লাগাতার রাযা রাখা অথবা ষাটজন অভাবী মিসকিনকে খানা খাওয়ানো।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال ي
رسول الله هلكت قال: [مالك] قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسا
{هل تجد رقبة تعتقها} قال لا قال {فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين} قال لا قال { هل تجد إطعا
ستين مسكينا} قال لا قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي
صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر- والعرق المكتل الضخم- قال {أين السائل} قال أنا قال {خذ هذ
فتصدق به} فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فو الله مابين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر م
أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال {أطعمه أهلك}. متفق عليه. (١)

যরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় ক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। হুজুর বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে লল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি তখন আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ললেন, তোমার কি কোন গোলাম আছে যা আজাদ করে দিতে পার? সে বলল, না। অতঃপর হুজুর ললেন, তোমার কি শক্তি আছে যে একসাথে দুই মাস রোযা রাখতে পার? সে বলল, না। তারপর জুর বললেন, তোমার কি সঙ্গতি আছে যে, ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পার? সে লল, না।

ারপর হুজুর (সাঃ) বললেন, আচ্ছা তুমি বস! এরপর নবী করীম (সাঃ) অপেক্ষা করতে লাগলেন বং আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম এমন সময় নবী করীম (সাঃ)কে খেজুর পূর্ণ একটি ঝুড়ি দেয়া ল। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হুজুর! এই যে, আমি। হুজুর সাঃ) বললেন, এটি নিয়ে দান করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অপেক্ষা অধিকতর মিসকিন কে? আল্লাহর শপথ, মদীনার এ প্রস্তরময় দু'প্রান্তের মধ্যে আমাদের পরিবার অপেক্ষা ধিকতর মিসকিন পরিবার আর নেই। একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) হেসে দিলেন যাতে তাঁর ম্মুখের দাঁতসমূহ দেখা গেল। অতঃপর বললেন, আচ্ছা তবে তুমি তোমার পরিবারকেই াওয়াও।" –বুখারী।

. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৪৮, হাদীস নং-১৭৯৮।*

عن سعيد بن المصيب رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنى افطرت يوما من رمضان فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه «رواه ابن أبى شيبة فى المصنف». (١)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রজিঃ) বলেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, "দান কর, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং রোযার কাজা আদায় কর।" –ইবনে আবি শায়বা

বিঃদ্রঃ বর্তমানেও যদি কারো সাথে এরূপ ঘটনা হয়ে যায় আর সে উক্ত তিন কাজের কোন একটাতেও সক্ষম না হয় তাহলে তাঁকে সাধ্য অনুযায়ী ছদকা করতে হবে। কিন্তু যখন তিন কাজের যে কোন একটি করতে সক্ষম হবে তখন কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক হবে।

মাসআলা-৯৮ ঃ ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাজা ওয়াজিব হয়।

মাসআলা-৯৯ ঃ অনিচ্ছাকৃত বমি হয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গে না।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض. رواه أبوداؤد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. (صحيح) (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "রোযাবস্থায় যার বমি হয়েছে তাকে কাজা আদায় করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করেছে সে যেন কাজা আদায় করে।" –ইবনে মাজা, আবুদাউদ।

মাসআলা-১০০ ঃ হায়েজ অথবা নেফাস শুরু হলে মহিলাদের রোযা ভেঙ্গে যাবে। রোযার কাজা আদায় করতে হবে নামাজের কাজা নয়।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "এরূপ নয় কি, যখন মহিলা ঋতুবতী হয়ে যায় তখন সে নামাজ-রোযা কিছুই করতে পারে না? এই হচ্ছে তাঁদের জন্য ধর্মের বিষয়ে অসম্পূর্ণতা।" –বুখারী।

قال أبو الزناد: أن السنن ووجوه الحق لتأتى كثيرا على خلاف الرأى فلا يجد المسلمون بدا من إتباعها من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولاتقضى الصلاة. رواه البخارى. (٤)

হযরত আবু যিনাদ বলেনঃ শরীয়তের বিধিবিধান কখনো যুক্তি বহির্ভূত হয়ে থাকে, কিন্তু মুসলমানকে তাও মেনে নেওয়া আবশ্যক। এরূপ একটি শরয়ী বিধান হলো ঋতুবতী মহিলা রোযার কাজা আদায় করবে কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না।" –বুখারী।

---

১. *মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ঃ ৩/১০৫, ইরওয়াউল গালীল ঃ ৪/৯২।*
২. *সহীহ সুনানি আবি দাউদ ঃ ২/৩০০, হাদীস নং-২৩৮০।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৫, হাদীস নং-১৮১১।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৫৪, তাগলীক ঃ ৩/১৮৯।*

صيام التطوع
নফল রোযাসমূহ

াসআলা-১০১ ঃ নফল রোযার ফজীলত।

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما فى سبيل ال
بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه. (١)

যরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কদিন রোযা রাখবে আল্লাহপাক তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে সরিয়ে াখেন।" –বুখারী, মুসলিম।

াসআলা-১০২ ঃ প্রত্যেক বৎসর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমান।

عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان
أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم و أبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجه. (٢)

যরত আবু আইয়ুব আনসারী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রাযা রেখে প্রত্যেক বৎসর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারাজীবন রোযা রাখার ছাওয়াব াবে।" –মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

াসআলা-১০৩ ঃ নিয়মিত 'আয়্যামে বীয' অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা পালন রলে সারা জীবন রোযা পালনের ছাওয়াব পাবে।

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إل
رمضان فهذا صيام الدهر. رواه مسلم. (٣)

যরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা বং রমযান মাসের রোযা এক রমযান থেকে অন্য রমযান পর্যন্ত সারা বছর রোযা পালন করার মান।" –মুসলিম।

াসআলা-১০৪ ঃ সফরে নফল রোযা রাখা জায়েয।

عن حمزة بن عمرو الاسلمى رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم فى السفر؟ قال
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه النسائى (صحيح) (٤)

যরত হামযা ইবনে আমর আসলমী (রজিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি সফরে রোযা রাখব? হুজুর (সাঃ) বললেন, "ইচ্ছা হলে রাখ আর ইচ্ছা না হলে না রাখ।" –নাসাঈ।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৩/৯৭, হাদীস নং-২৬৩০।*
২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১৩১, হাদীস নং-২৬২৫।*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১২৫, হাদীস নং-২৬১৩।*
৪. *সহীহ সুনানে নাসায়ী ঃ ২য় খন্ড, হাদীস নং-২১৭০।*

মাসআলা-১০৫ ঃ জিহাদ চলাকালীন নফল রোযা রাখার ফজীলত।

ن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما فى سبيل الله
د الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه. (١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তা একদিন নফল রোযা পালন করবে, আল্লাহপাক তাঁকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরে রাখবেন।" –বুখারী, মুসলিম

মাসআলা-১০৬ ঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা হুজুর (সাঃ) পছন্দ করতেন।

ن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الإثنين
لخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم. رواه الترمذى. (صحيح) (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবা মানুষের কার্যসমূহ আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় তাই আমি চাই যখন আমার আমল পেশ করা হ তখন আমি যেন রোযাবস্থায় থাকি।" –তিরমিজি।

মাসআলা-১০৭ ঃ আরাফার দিনের (অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখের) রোযার দ্বারা এ বৎসর আগের ও একবৎসর পরের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। আর আশুরা (অর্থাৎ দশ মুহাররাম) এর রোযা দ্বারা বিগত এক বৎসরের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

ن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية
ستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية . رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة. (٣)

হযরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আরাফার রোযা আগের পরে দু'বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয় এবং আশুরার রোযা বিগত এক বৎসরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা ক দেয়।" –আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১০৮ ঃ শুধু দশই মুহাররামের রোযা রাখা মাকরূহ। এ ব্যাপারে হাদীসের জ মাসআলা নং -১৩০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১০৯ ঃ রাসূল করীম (সাঃ) অন্য মাস অপেক্ষা শাবান মাসে বেশী রোযা পালন করতেন।

ن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا
ضان وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان. متفق عليه. (٤)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মা রোযা রাখতে দেখেনি। আর শাবান ব্যতীত অন্য কোন মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখেনি –বুখারী, মুসলিম।

বিঃদ্রঃ ১৫ই শাবানের বিশেষভাবে ইবাদত করার সব হাদীস অনির্ভরযোগ্য। সহীহ শুদ্ধ হাদীস দ্বা যা প্রমাণিত হচ্ছে তাহলো শাবান মাসে নবী (সাঃ) বেশী বেশী রোযা রাখতেন।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৩/৯৭, হাদীস নং-২৬৩০।*
২. *সহীহু সুনানুত তিরমিযি ঃ ৩/১২২, হাদীস নং-৭৪৭।*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১২৬, হাদীস নং-২৬১৪।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৬২, হাদীস নং-১৮৩০।*

মাসআলা-১১০ ঃ নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে একদিন ছেড়ে দিয়ে একদিন রাখার নিয়মটা সর্বোত্তম।

عن عبد الله بن عمرو (رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم فى كل شهر ثلاثة أيام قلت إنى أقوى من ذلك فلم يزل يرفعنى حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخى داؤد عليه السلام . متفق عليه. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা পালন কর।" আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আমর) বললাম, আমার এর চেয়ে বেশী রাখার শক্তি আছে। তারপর হুজুর (সাঃ) আমার থেকে রোযা কম করাতে করাতে শেষ পর্যন্ত বললেন, "একদিন রোযা রাখ একদিন রোযা ছাড়। এটা উত্তম রোযা, আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর এটাই নিয়ম ছিল।" -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১১১ ঃ মুহাররামের রোযার ফজীলত।

عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো মুহাররামের রোযা। আর ফরজ নামাজ ব্যতীত সর্বাপেক্ষা উত্তম হলো তাহাজ্জুদ।" -মুসলিম

মাসআলা-১১২ ঃ সোমবারে রোযা রাখার ফজীলত।

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الإثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل على. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সোমবার রোযা রাখার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে হুজুর (সাঃ) বললেন, এইদিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনেই আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে।" -মুসলিম।

মাসআলা-১১২ ঃ জিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাসআলা-১১৩ ঃ প্রত্যেক মাসে যে কোন তিনটি রোযা রাখা মাসনূন।

মাসআলা-১১৪ ঃ প্রত্যেক মাসের সোমবার এবং প্রথম দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়মিত আমল ছিল।

عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع من ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين. رواه النسائى. (٤) (صحيح)

নবী করীম (সাঃ)-এর যে কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত, "রাসূল্লাহ (সাঃ) জিলহজ্বের প্রথম নয় দিনের এবং আশুরার রোযা রাখতেন। আর প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখতেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম সোমবার এবং প্রথম দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।" -নাসাঈ।

মাসআলা-১১৫ ঃ নফল রোযা সমূহের নিয়ত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময় করা যেতে পারে। শর্ত হল পূর্বে খানা-পিনা না করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং ২২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৬ ঃ নফল রোযার কাজা আদায় করা ওয়াজিব নয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৭৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৭ ঃ নফল ইবাদতসমূহে মধ্যপন্থা অবলম্বন উত্তম। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৮ ঃ 'সিয়ামে আরবাঈন' তথা লাগাতার চল্লিশ দিন রোযা রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

১. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৬৭, হাদীস নং-১৮৩৯।
২. মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১৩০, হাদীস নং-২৬৬২।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১২৮, হাদীস নং-২৬১৭।
৪. সহীহ সুনান আল নাসাঈ ঃ ২/১৬৯, হাদীস নং-২৪১৬

الصيام الممنوع والمكروه
নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ রোযা সমূহ

মাসআলা-১১৯ ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ।

ن أبي عبيد رضى اله عنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال هذان يومان نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. واه البخارى. (١)

হযরত আবু উবাইদ (রজিঃ) বলেন, "আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রজিঃ)-এর সাথে ঈদের নামাজ আদায় করেছি। তিনি বলেছেন, এ দুই দিনের রোযা রাখা থেকে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। প্রথম দিন হলো, যখন তোমরা রোযা শেষ কর, আর দ্বিতীয় দিন হলো, যখন তোমরা কোরবানীর গোস্ত খাবে।" –বুখারী।

মাসআলা-১২০ ঃ শুধু জুমার দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

মাসআলা-১২১ ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের নিয়মানুযায়ী জুমার দিন রোযা রাখে তাহলে জা হবে। যথা কোন ব্যক্তি প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রোযা রাখার অভ্যাসী হয়ে থাকে, তা কোন এক দিন জুমাবার চলে আসলে কোন অসুবিধা হবে না।

ن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "জুমার রাত্রিকে ইবাদতের জন নির্দিষ্ট করিও না এবং জুমার দিনকেও রোযার জন্য নির্দিষ্ট করিও না। তবে রোযার অভ্যাসী কো ব্যক্তির রোযার দিনগুলোতে জুমাবার চলে আসলে তা জায়েয হবে।" –মুসলিম।

ن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة لا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি শু জুমার রোযা রাখবে না। যদি রাখতে চায় তাহলে একদিন আগে বা পরে মিলিয়ে রাখবে" (অর্থা জুমা ও শনি অথবা বৃহস্পতি ও জুমা এক সাথে রাখবে)। –বুখারী।

মাসআলা-১২২ ঃ 'সাওমে বেছাল' অর্থাৎ সন্ধ্যায় ইফতার না করে এবং কিছু না খেয়ে আগাম দিনের রোযা শুরু করে দেয়া মাকরূহ।

ن أبى هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يارسول اله فقال وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى. متفق عليه. (٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাওমে বেছাল থেকে নিষেধ করলেন তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিতো সাওমে বেছাল পালন করেন হুজুর (সাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি যখন রাত্রে শুয়ে পড়ি তখ আমাকে আমার পরওয়ারদেগার খাওয়ান এবং পান করান।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৭২, হাদীস নং-১৮৫১।*
২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/৯১, হাদীস নং-২৫৫১।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৭১, হাদীস নং-১৮৪৬।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৬০, হাদীস নং-১৮২৬।*

মাসআলা-১২৪ ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরাতন নিয়মানুযায়ী রোযা রেখে আসছিলো, ঘটনাক্রমে সে দিনটা রমযানের দুএকদিন পড়ে গেল, তখন রোযা রাখলে অসুবিধা হবে না।

عن أبى هرية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم.** متفق عليه (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমযানের দু'একদিন পূর্বে কোন ব্যক্তি রোযা রাখবে না। তবে নির্দিষ্ট দিনে যে ব্যক্তি রোযা রাখত সে রাখতে পারবে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৫ ঃ লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر. متفق عليه. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, "হে আবদুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি দিনের বেলা রোযা রাখ এবং সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।" আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি তাই করি। হুজুর (সাঃ) বললেন, "এরূপ করনা বরং সাওম পালন কর এবং বাদও দাও আর রাতে ইবাদতও কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার মেহমানের হক রয়েছে। যে ব্যক্তি লাগাতার রোযা রাখবে তার রোযা হবে না।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৬ ঃ 'আয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা নিষেধ। কিন্তু যে হজ্জ আদায়কারী কোরবানী দিতে পারেনি সে মিনায় 'আয়্যামে তাশরীকের' রোযা রাখতে পারে।

عن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. رواه البخارى. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "যে হাজী কোরবানী দিতে অক্ষম সে ব্যতীত অন্য কারো জন্যে আয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।" –বুখারী।

মাসআলা-১২৭ ঃ হাজীদের জন্য আরাফায় জিলহজ্বের নয় তারিখ রোযা নিষেধ।

عن أم الفضل رضى الله عنها أنهم شكوا فى صوم النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. (٤)

হযরত উম্মুল ফজল (রজিঃ) বলেন, "লোকেরা আরাফার দিন নবী (সাঃ) রোযা রেখেছেন বলে মনে করেছিলেন, আমি হুজুর (সাঃ)-এর কাছে দুধ পাঠালাম, হুজুর (সাঃ) তা পান করলেন, তখন নবী (সাঃ) আরাফায় খুতবা প্রদান করতেছিলেন।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩৮, হাদীস নং-১৭৭৯।*
২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১১৯, হাদীস নং-২৬০৫।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৭৪, হাদীস নং ১৮৫৭।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/৭২৪, হাদীস নং ১৯৮৯।*

মাসআলা-১২৮ ঃ শাবান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে রোযা না রাখা উচিত।

أبی هريرة (رضی الله عنه) قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إذا بقی نصف شعبان فلا ومموا. رواه الترمذی . (١) (حسن)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন শাবান অর্ধেক বাকী থাক (অর্থাৎ রমযানের ১৫ দিন পূর্বে) তখন আর নফল রোযা রাখিও না।" –তিরমিজি।

মাসআলা-১২৯ ঃ স্বামীর অনুমতিবিহীন স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ।

أبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليـه وسلم : قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها مد إلا بإذنه. رواه البخاری. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন মহিলা তার স্বামী উপস্থি থাকাবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যেন রোযা না রাখে।" –বুখারী।

মাসআলা-১৩০ ঃ শুধু মুহারামের দশ তারিখ রোযা রাখা মাকরূহ। নয় এবং দশ তারিখ অথ দশ এবং এগার তারিখ অর্থাৎ দুদিন এক সাথে রাখতে হবে।

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر يامه قالوا يا رسول الله أنه يوم يعظمه اليهود والنصاری فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله ه وسلم. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশুরায় রোযা পালন করে এবং লোকজনকেও রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্ল দশই মুহাররম তো ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। হুজুর (সাঃ) বললেন, 'আগ আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী দশই মুহাররামের সাথে নয়ই মুহাররামের রোযাও রাখব। কি আগামী বৎসর আসার পূর্বে হুজুর (সাঃ) ইহকাল থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।' –মুসলি

বিঃদ্রঃ আশুরার দিনের ফজীলত ও গুরুত্বের কারণ হলো এই যে, যখন নবী করীম (সাঃ) মদী শরীফে তাশরীফ আনলেন তখন ইহুদীরা দশই মুহার্‌রামে রোযা রাখতেন। তাদের কাছে কা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তরে বলেন, এইদিনে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আঃ)কে ফেরআউনের উ প্রাধান্যতা দিয়েছিলেন। তাই আমরা শুকরিয়া হিসেবে এই দিন রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ (স একথা জানার পর বললেন, ইহুদী অপেক্ষা আমরাই মুসা (আঃ)-এর অতি নিকটে। তারপর হু (সাঃ) মুসলমানদেরকে সেই দিনের রোযা রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফ করাহলো তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, এখন যার ইচ্ছা দশই মুহাররাম রোযা রাখ আর যার ই ছেড়ে দাও। –মুসলিম।

---

১. সহীহ্ সুনানু তিরমিজি ঃ ৩/১১৫, হাদীস নং ৭৩৮।
২. সহীহ আল বুখারী ঃ ৫/৮১, হাদীস নং ৪৮১।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ ৪/৮৩, হাদীস নং-২৫৩৩।
৪. মুসলিম শরীফ ঃ ৪/৭৮, হাদীস নং-২৫২৩।

মাসআলা-১৩১ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখা মাকরূহ।

عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه ابن خزيمة. (صحيح) (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজিঃ) আপন বোন হযরত ছাম্মা (রজিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "ফরজ রোযা ব্যতীত শনিবারে রোযা রাখ না। যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছু না থাকে তাহলে আঙ্গুরের কাঠ অথবা কোন একটি গাছের ছাল ছিবিয়ে খাও।" –ইবনে খুযায়মা।

বিঃদ্রঃ-শনিবার যেহেতু আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানদের ঈদের দিন। তাই তাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্য রাসূল করীম (সাঃ) শনিবারের সাথে শুক্রবার অথবা রবিবারকে মিলিয়ে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

---

১. *সহীহ্ ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/৩১৭, হাদীস নং-২১৬৪ ।*

الاعتــــــــكاف
এতেকাফের মাসায়েল

মাসআলা-১৩২ ঃ এতেকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। তার সময় দশ দিন।

মাসআলা-১৩৩ ঃ প্রত্যেক মুসলমানকে রমযান মাসে অন্ততঃ একবার কোরআন পাকে তেলাওয়াত সম্পূর্ণ করা চাই।

ن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض يه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. اه البخاري. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রত্যেক বছর রমযান মা একবার পুরা কোরআন মজীদ পাঠ করা হত। যে বৎসর হুজুর (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন সে বৎস দুইবার হুজুর (সাঃ)কে কোরআন খতম করে শুনানো হয়েছিল। এমনিভাবে প্রত্যেক বছর ন (সাঃ) দশ দিন এতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বৎসর হুজুর (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন সে বছর বি দিন এতেকাফ করেছিলেন।" –বুখারী।

মাসআলা-১৩৪ ঃ এতেকাফের জন্য ফজরের নামাজের পর এতেকাফের জায়গায় বসা সুন্নাত।

ن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم خل في معتكفه. رواه أبو داؤد وابن ماجه. (صحيح) (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এতেকাফে বসার ইচ্ছা করতেন, তখ ফজরের নামাজ পড়ে এতেকাফ স্থানে প্রবেশ করতেন।" –আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৩৫ ঃ এতেকাফকারীর স্ত্রী সাক্ষাতের জন্য আসতে পারবে এবং সেও স্ত্রীকে ঘর পর্য দিয়ে আসার জন্য মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে।

ن صفية رضي الله عنها قالت: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم مت لأنقلب فقام معي ليقلبني. متفق عليه. (٣)

হযরত ছফিয়্যা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতেকাফ অবস্থায় ছিলেন, আমি রাত্রে হুজুরে (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসি এবং অনেক্ষণ কথাবার্তা বলি, পরে যখন ফিরে যাওয়ার জন উঠি তখন নবী করীম (সাঃ) আমাকে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে সাথে আসেন। –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৪/৬৩৯, হাদীস নং-৪৬২৭।*
২. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৮৫, হাদীস নং-২৪৬৪।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৩/২৯৭, হাদীস নং-৩০৩৯।*

মাসআলা-১৩৬ ঃ পুরুষদেরকে মসজিদেই এতেকাফ করতে হবে।

মাসআলা-১৩৭ ঃ রমযান মাসে এতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী।

মাসআলা-১৩৮ ঃ এতেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার নামাজে শরীক হওয়া, স্ত্রীসহবাস করা, মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফের স্থান থেকে বাহিরে যাওয়া নিষেধ।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس إمرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع. رواه أبوداؤد. (حسن) (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "এতেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে যেন কোন অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানাযায় শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং এতেকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত বের না হয়। রোযা বিনে এতেকাফ হয় না। আর জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় এতেকাফ হয় না। –আবু দাউদ।

মাসআলা-১৩৯ ঃ মহিলাদেরকেও এতেকাফ করা চাই।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "নবী (সাঃ) ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ তারিখে এতেকাফ পালন করতেন। হুজুরের (সাঃ) পর হুজুরের সহধর্মীনিরা এতেকাফ পালন করেন।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৪০ ঃ মহিলারা নিজের ঘরে এতেকাফ করবে।

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.** رواه أبوداؤد. (صحيح) (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের জন্য তাদের ঘর মসজিদ থেকে অনেক উত্তম।" –আবু দাউদ।

মাসআলা-১৪১ ঃ যদি কেউ দশ দিন এতেকাফ করতে না পারে, তাহলে যত দিন সম্ভব ততদিন করবে। এমনকি শুধু এক রাত করলেও জায়েয হবে।

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر سأل النبى صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك. رواه المخارى. (٤)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, হযরত উমর (রজিঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার নযর করেছিলাম, তা কি পূরা করতে হবে হুজুর (সাঃ) বললেন, "মান্নত পূরা কর।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ২/৮৭, হাদীস নং-২৪৭৩।*
২. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১৪৮, হাদীস নং-২৬৫১।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৩০।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৮৮, হাদীস নং-১৮৮৯।*

فضـــل لـيــلة القـــدر
লাইলাতুল কদরের ফজীলত ও মাসায়েল

মাসআলা-১৪২ ঃ লাইলাতুল কদরের ইবাদত পূর্বের গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ।

ن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদ ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের নিয়তে ইবাদত করবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।" –বুখারী

মাসআলা-১৪৩ ঃ লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি বড় হতভাগা।

ن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر . حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. رواه ن ماجه. (حسن) (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন রমযান আসল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললে এ যে মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাসে চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির সৌভাগ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত সে সকল পুণ্য থেকে বঞ্চিত লাইলাতুল কদর থেকে শুধু হতভাগাই বঞ্চিত হয়।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৪৪ ঃ লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ তারিখের বেজোড় রাতগুলোতে তালা করা উচিত।

ن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر أواخر من رمضان . رواه البخارى. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমযানের শেষ দশ তারিখের বেজো রাত সমূহে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর।" –বুখারী।

মাসআলা-১৪৫ ঃ রমযানের শেষ দশ তারিখে বেশী বেশী ইবাদত করা উচিত।

মাসআলা-১৪৬ ঃ রমযানের শেষ দশ তারিখে পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য বিশেষ উৎসা দেওয়া সুন্নাত।

ن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى العشر الأواخر مالا جتهد فى غيره. رواه البخارى. (٤)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ তারিখে অন্য দিন অপেক্ষ ইবাদতে অনেক বেশী পরিশ্রম করতেন।" –বুখারী, মুসলিম

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৩৩, হাদীস নং-১৭৬৬।*
২. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজা ঃ ২/৫৯, হাদীস নং-১৬৬৭।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৮৪, হাদীস নং-১৮৭৪।*
৪. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/১৫০, হাদীস নং-২৬৫৫।*

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "যখন রমযানের শেষ দশ দিনের আগমন হত তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন রাত্রি জাগতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৪৭ ঃ শেষ দশ রাতে যারা জাগ্রত থাকতে পারেনা তারাও লাইলাতুল কদরের পূর্ণ ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.** رواه الترمذى. (صحيح) (٢)

হযরত আবু যর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবী পড়েছে তার জন্য সারা রাত নফল নামাজ পড়ার ছাওয়াব লিখা হয়।" –তিরমিজী।

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. (٣)

হযরত উসমান (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সহিত আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত নফল নামাজ পড়ল, আর যে ব্যক্তি তার সাথে ফজরের নামাজ ও জামাতের সহিত পড়ল সে যেন পুরা রাত নফল পড়ল"। মুসলিম।

মাসআলা-১৪৮ ঃ রমযানুল মুবারকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى رمضان، كان جبريل يلقاه كل ليلة فى رمضان يعرض عليه النبى القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة . متفق عليه. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের কল্যাণকল্পে বড় দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমযান মাসে হুজুর (সাঃ)-এর দানশীলতা আরো অনেকগুণে বেড়ে যেত। রমযান মাসে প্রতি রাত্রে হযরত জিবরীল (আঃ) তাশরীফ আনয়ন করতেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কোরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরীল (আঃ) আসতেন তখন হুজুর (সাঃ) দানশীলতায় প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশী আগে চলে যেতেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৪৯ ঃ লাইলাতুল কদরে এই দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولى **«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى».** رواه الترمذى. (صحيح) (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি শবে কদরকে পাই তাহলে কোন দোয়া পড়ব? হুজুর (সাঃ) বললেন, এই দোয়া পড়–'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী'।" –তিরমিজী।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/২৮৬, হাদীস নং-২৯৮০।*
২. *সহীহু সুনানিত তিরমিজী ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬৪৬*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ২/৪৪৪, হাদীস নং-১৩৬৪।*
৪. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৩/২৭৮, হাদীসনং-২৯৮০।*
৫. *সহীহু সুনানিত তিরমিযি ঃ ৩/১৭০, হাদীস নং-৩৭৬০।*

صدقة الفطر
ছদকায়ে ফিতরের মাসায়েল

মাসআলা-১৫০ ঃ ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ফরজ।

মাসআলা-১৫১ ঃ ছদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য, রোযাবস্থায় সংঘটিত গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

মাসআলা-১৫২ ঃ ছদকায়ে ফিতর ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা উচিত অন্যথায় সাধারণ সদকায় পরিণত হয়।

মাসআলা-১৫৩ ঃ ছদকায়ে ফিতরের অধিকারী ব্যক্তিগণ তারাই যারা যাকাতের অধিকারী।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. رواه أحمد وابن ماجه. (صحيح) (١)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার থেকে পবিত্র করা এবং গরীবদের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্য ছদকায়ে ফিতর ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করেছে তার ছদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পর আদায় করল তার ছদকা সাধারণ ছদকায় পরিণত হবে।" –আহমদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৫৪ ঃ ছদকায়ে ফিতরের পরিমাণ এক ছা' যা কিছু কম তিন সের অথবা আড়াই কিলোগ্রামের সমান।

মাসআলা-১৫৫ ঃ ছদকায়ে ফিতর সকল মুসলমান, সে গোলাম হোক বা আজাদ, পুরুষ হোক বা মহিলা, ছোট হোক বা বড়, রোযাদার হোক বা গায়রে রোযাদার, নেছাবের মালিক হোক বা না হোক, সবার উপর ফরজ।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের ছদকা ফিতর হিসেবে এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' জব, গোলাম, আজাদ, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ করেছেন।" –বুখারী, মুসলিম।

বিঃদ্রঃ-যে ব্যক্তির কাছে একদিন এক রাতের খোরাক নাই তাকে ছদকা আদায় করতে হবে না।

---

১. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা ঃ ২/১১১, হাদীস নং-১৮৫৪।

২. সহীহ আল বুখারী ঃ ২/৬০, হাদীস নং-১৪১৫।

মাসআলা-১৫৬ ঃ ছদকায়ে ফিতর ফসল দিয়ে দেওয়া উত্তম।

মাসআলা-১৫৭ ঃ গম, চাউল, জব, খেজুর, মোনাক্কা অথবা পনির ইত্যাদির মধ্যে যা ব্যবহৃত হয় তাই দেওয়া উচিত।

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. متفق عليه. (١)

হযরত আবু সাঈদ (রজিঃ) বলেন, "আমরা ছদকায়ে ফিতর হিসেবে এক ছা' খাদ্য ফসল অথবা এক ছা' খেজুর বা এক ছা' জব বা এক ছা' মোনাক্কা বা এক ছা' পনির দিতাম।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৫৮ ঃ ছদকায়ে ফিতর আদায় করার সময় শেষ রোযা ইফতারের পর শুরু হয় কিন্তু ঈদের দু একদিন পূর্বে আদায় করা যায়।

মাসআলা-১৫৯ ঃ ছদকায়ে ফিতর ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে স্ত্রী, ছেলে সন্তান এবং নৌকর-চাকর সবার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে।

عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري. (٢)

হযরত না'ফে বলেন, "হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঘরের ছোট-বড় সবার পক্ষ থেকে ছদকায়ে ফিতর আদায় করতেন। এমনকি আমার ছেলেদের পক্ষ থেকেও দিতেন। আর হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে দিতেন যারা গ্রহণ করত। আর তিনি ঈদের দু'একদিন পূর্বে আদায় করে দিতেন।" –বুখারী।

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/৫৮, হাদীস নং-১৪০৯।*

২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/৫৯, হাদীস নং-১৪১৪।*

صـــلاة العيـــــد
ঈদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-১৬০ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি বস্তু খাওয়া সুন্নাত।

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
مرات ويأكلهن وتراً. رواه البخاري. (١)

হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর খাওয়া ব্যতীত ঈদগাহে যেতেন না। আর হুজুর (সাঃ) বেজোড় খেজুর খেতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-১৬১ ঃ ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং আসা সুন্নাত।

عن علي رضى الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا . رواه ابن ماجه. (حسن.) (٢)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, "ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৬২ ঃ ঈদগাহে আসা যাওয়ায় রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف
الطريق. رواه البخاري. (٣)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) ঈদের দিন ঈদগাহে আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-১৬৩ ঃ ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-১৬৪ ঃ ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়া চাই।

عن أم عطية رضى الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيدين
وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهن وتعتزل الحيض عن مصلاهن. متفق عليه. (٤)

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে আসি। যেন তারা সকল মুসলমানের সাথে জামাত এবং দোয়ায় শরীক থাকতে পারে। তবে ঋতুবতীরা নামাজের স্থান থেকে দূরে থাকবে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৬৫ ঃ ঈদের নামাজের জন্য আযান ও একামত নেই।

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا
مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبو داؤد والترمذي. (٥)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আযান-একামত বিহীন অনেকবার ঈদের নামাজ পড়েছি।" –মুসলিম, আবুদাউদ।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪০২, হাদীস নং-৮৯৯।*
২. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজা ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৭১।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪১৪, হাদীস নং-৯২৯।*
৪. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৬।*
৫. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯২১।*

মাসআলা-১৬৬ ঃ দু'ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ এবং পরে খুতবা দেওয়া সুন্নাত।

عن ابن عمر رضى اله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر رضى الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুবকর (রজিঃ) এবং হযরত উমর (রজিঃ) সবাই উভয় ঈদের নামাজ খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-১৬৭ ঃ দুঈদের নামাজে বারটি তাকবীর সুন্নাত। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর পড়া চাই।

عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. رواه مالك (ارواء الغليل ٣/١١٠) (صحيح) (٢)

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, "আমি হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ পড়েছি। তিনি উভয় নামাজে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলেছেন।" –মালেক।

মাসআলা-১৬৮ ঃ ঈদের নামাজের অধিক তাকবীরগুলোতে হাত উঠান চাই।

عن وائل بن حجر رضى الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه أحمد. (٣)

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠাতে দেখেন।" –আহমদ।

মাসআলা-১৬৯ ঃ দু'খুতবার মধ্যখানে খতীবের জন্য কিছুক্ষণ বসা মুস্তাহাব।

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام فى العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعى. (٤)

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রজিঃ) বলেন, দু'ঈদে দু'খুতবার মধ্যখানে কিছুক্ষণ বসা ইমামের জন্য সুন্নাত।" –শাফেয়ী।

মাসআলা-১৭০ ঃ ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নাত বা নফল নামাজ নেই।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعد هما. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه. (٥)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন নামাজের জন্য তাশরীফ নিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন। এর পূর্বেও পরে অন্য কোন নামাজ পড়লেন না।" –আহমদ, বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪০৫, হাদীস নং-৯০৭।*
২. *আল মুয়াত্তা-ইমাম মালেক ঃ ২/২৩২, হাদীস নং-৪৩৪, ইরওয়াউল গালীল ঃ ৩/১১০।*
৩. *মুসনাদে আহমদ ঃ ৪/৩১৬, ইরওয়াউল গালীল ঃ ৩য় খন্ড, নং-৬৪১।*
৪. *নায়লুল আউতার ঃ ৩/৩৭৬।*
৫. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৭।*

মাসআলা-১৭১ ঃ ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া ভাল নয়।

মাসআলা-১৭২ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের ওয়াক্ত এশরাকের নামাজের সময় হয়।

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبوداؤد وابن ماجه. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজিঃ) বলেন, যে, "তিনি লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামাজের জন্য ঈদগাহে যান এবং ইমামের দেরী করাকে অপছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, "আমরা তো এসময়ে নামাজ পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম, তখন এশরাকের সময় ছিল।" –আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৭৩ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজ অপেক্ষা ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড়া সুন্নাত।

عن أبى الحويرث (رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس رواه الشافعي. (٢)

হযরত আবুল হুয়াইরিছ (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজরানের গভর্ণর আমর ইবনে হাযম (রজিঃ)কে লিখিতভাবে আদেশ দিয়েছেন। ঈদুল আযহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড় আর ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরীতে পড় এবং লোকজনকে নছীহত কর।" –শাফেয়ী।

মাসআলা-১৭৪ ঃ ঈদগাহে আসা যাওয়ার সময় বেশী বেশী তাকবীর বলা সুন্নাত।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي. (إرواء الغليل ١٢٢/٣) (صحيح) (٣)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঈদের দিন সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে গমন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌঁছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন ছেড়ে দিতেন।" –শাফেয়ী।

মাসআলা-১৭৫ ঃ মাসনূন তাকবীরের শব্দ নিম্নরূপ।

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . رواه ابن أبى شيبة. (صحيح) (٤)

হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) 'আয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্বে এই তাকবীর পড়তেন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল্ হাম্‌দ।" –ইবনে আবিশায়বা।

---

১. *সুহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১/৩১১, হাদীস নং-১১৩৫।*
২. *নায়লুল আউতার ঃ ৩/৩৬০।*
৩. *নায়লুল আউতার ঃ ৩/৩৫১, ইরওয়াউলগালীল ঃ ৩/১২২, নং-৬৫০।*
৪. *মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বরা ঃ ২/১৬৭।*

মাসআলা-১৭৬ ঃ ঈদুল ফিতরে নামাজের পূর্বে এবং ঈদুল আযহায় নামাজের পর কোন কিছু খাওয়া সুন্নাত।

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى. رواه الترمذى. (صحيح) (١)

হযরত বুরায়দা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) ঈদুল ফিতরের সময় কিছু খেয়ে বের হতেন আর ঈদুল আযহার সময় নামাজের পর কোরবানীর গোস্ত দিয়ে খেতেন।" –তিরমিজী।

মাসআলা-১৭৭ ঃ যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে উভয় নামাজ পড়া উত্তম। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমার স্থানে জোহরের নামাজ আদায় করা হয় তাও জায়েয।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى. رواه أبو داؤد وابن ماجه. (صحيح) (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আজকের দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেল। যার ইচ্ছা জুমার স্থানে ঈদের নামাজ পড়লে হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমা উভয় আদায় করব।" –আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৭৮ ঃ মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল না। পরে রোযাবস্থায় চাঁদের খবর পাওয়া গেল, তখন রোযা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

মাসআলা-১৭৯ ঃ যদি সূর্য ঢলার পূর্বে খবর পাওয়া যায় তখন সে দিনই ঈদের নামাজ পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য ঢলার পরে খবর পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন ঈদের নামাজ পড়বে।

عن أبى عمير بن أنس رضى الله عنه عن عمومة له من الأنصار رضى الله عنهم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأخر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبوداؤد. (٣)

হযরত আবু উমাইর ইবনে আনাস (রজিঃ) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেছেন, "মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখিনি বলে রোযা রেখেছিলাম। পরে দিনের শেষ ভাগে একটি কাফেলা আসল। তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। হুজুর (সাঃ) লোকজনকে সে দিনের রোযা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে ঈদের নামাজে আসতে বললেন।" –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৮০ ঃ যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায়, অথবা অসুখের কারণে ঈদগাহে আসতে না পারে, তখন সে একা একা দু রাকাত আদায় করবে।

মাসআলা-১৮১ ঃ গ্রামেও ঈদের নামাজ পড়া উচিত।

---

১. *সহীহ্ তিরমিযি শরীফ ঃ ২/৪১৮, হাদীস নং-৫৩৭।*

২. *সহীহ্ আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/৬৪৭, হাদীস নং-১০৭৩।*

৩. *সুহীহ্ সুনানি আবি দাউদ শরীফ ঃ ১/৬৮৪, হাদীস নং-১১৫৭।*

أمر أنس بن مالك رضى الله عنه مولاهم إبن أبى عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلي كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. رواه البخارى. (١)

হযরত আনাস (রজিঃ) নিজের এক গোলাম ইবনে আবী উত্‌বাকে 'যাবিয়া' গ্রামে নামাজ পড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন এবং সবাই মিলে শহরবাসীদের মত নামাজ আদায় করলেন এবং তাকবীর বললেন। হযরত ইক্‌রামা (রজিঃ) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন একত্রিত হবে এবং ইমামের মত দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। হযরত আতা (রহঃ) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তির ঈদের নামাজ ছুটে যায়, তখন সে দু'রাকাত পড়বে।" –বুখারী।

মাসআলা-১৮২ ঃ স্বচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য কোরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا. «رواه الحاكم» (حسن) (٢)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোরবানী দেয়ার শক্তি থাকিয়াও কোরবানী দেয়নি সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে।" –হাকেম।

মাসআলা-১৮৩ ঃ কোরবানী করার নিয়মনীতি।

عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول (بسم الله والله أكبر) متفق عليه. (٣)

হযরত আনাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ঈদে ধুসর রঙের শিংদার দু'টি দুম্বা কোরবানী করলেন। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে জবাহ্ করলেন এবং (জবহের সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বললেন। হযরত আনাস (রজিঃ) বলেন, আমি হুজুর (সাঃ)কে দুম্বা দুটির পাঁজরের উপর পা রেখে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতে দেখেছি।" –বুখারী, মুসলিম।

عن ابن عمر رضى الله عنه قال أمر النبى صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز. رواه ابن ماجه. (حسن) (٤)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) আদেশ দিয়েছেন যে, যখন কোরবানী করবা তখন ছোরাকে খুবই ধার করবা এবং পশু থেকে লুকিয়ে রাখবা। আর যখন জবাহ্ করবা তখন অতিসত্ত্বর জবাহ্ করে ফেলবা। –ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৮৪ ঃ একবছর বয়সের দুম্বা দ্বারা কোরবানী করা জায়েয।

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائى. (صحيح) (٥)

হযরত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে এক বছর বয়সের দুম্বা কোরবানী করতাম।" –নাসাঈ।

---

১. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ)।*
২. *মুস্তাদরাকে হাকেম ঃ ৪/২৩২, তারগীব, আলবানী, হাদীস নং-১০৭৯।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৫/২৬৫, হাদীস নং-৫১৫৮।*
৪. *সহীহ সুনানু ইবনে মাজা ঃ ২/২৫২, হাদীস নং-৩১৭২, তারগীব ওয়াত তারহীব আলবানী, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৮৩।*
৫. *সহীহ সুনানি নাসাঈ ঃ ৩/১৭৯, হাদীস নং-৪০৯৪।*

মাসআলা-১৮৫ ঃ গরু আর উটে সাতজন শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারবে।

عن جابر رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقرة كل سبعة منا فى بدنة. متفق عليه. (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এক উটে এবং এক গরুতে সাতজন করে শরীক হতে আদেশ দিয়েছেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৮৬ ঃ ঘরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেওয়া কোরবানী সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।

عن عطاء بن يسار رضى الله عنه قال سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته رواه ابن ماجه والترمذى. (٢) (صحيح)

হযরত আতা ইবনে য়াসার বলেন, আমি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সাঃ)-এর সময় আপনারা কিভাবে কোরবানী করতেন? তিনি বললেন, "নবী করীম (সাঃ)-এর জামানায় সবাই নিজ ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানী করতেন।" –ইবনেমাজা, তিরমিজি।

মাসআলা-১৮৭ ঃ ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে যদি কেউ জন্তু জবেহ্ করে ফেলে তাহলে তা কোরবানীতে গণ্য হবে না।

عن أنس رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر: **من كان ذبح قبل الصلاة فليعد.** متفق عليه. (٣)

হযরত আনাস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ঈদুল আযহার দিন বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জন্তু জবেহ্ করবে তাকে পুনরায় কোরবানী দিতে হবে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৮৮ ঃ যে ব্যক্তি কোরবানী করবে সে যেন জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে কোরবানী করা পর্যন্ত নখ, চুল ইত্যাদি না কাটে।

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. رواه مسلم. (٤)

হযরত উম্মে সালমা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি জিলহজ্বের দশ তারিখ কোরবানী দেয়ার ইচ্ছা রাখে তখন সে যেন নিজের শরীরের কোন অংশ থেকে চুল না কাটে এবং নখ না কাটে।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৮৯ ঃ কোরবানীর গোস্ত রেখে দেওয়া জায়েয।

عن جابر رضى الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (كلوا وتزودوا). متفق عليه. (٥)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "আমরা কোরবানীর গোস্ত মিনার তিন দিনের অধিক ব্যবহার করতাম না। পরে হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, খাও এবং জমা করে রাখ। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৯০ ঃ কোরবানীর পূর্বে কোরবানীর জন্তু দিয়ে কোন কবর বা মাজার তাওয়াফ করান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১৯১ ঃ ঈদের নামাজের পর কোলাকুলি করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

1. *মুসলিম শরীফ ঃ ৪/৩৭৩, হাদীস নং-৩০৫২।*
2. *সহীহ্ সুনানু ইবনে মাজা ঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-২৫৬৩।*
3. *সহীহ আল বুখারী ঃ ৫/২৫৮, হাদীস নং-৫১৪২।*
4. *মুসলিম শরীফ ঃ কিতাবুল আযাহী, হাদীস নং-৩৯/১৯৭৭।*
5. *সহীহ আল বুখারী ঃ ২/১৫২, হাদীস নং-১৬০১।*

الاحاديث الضعيفة والموضوعة فى الصوم
রোযার ব্যাপারে কতিপয় দুর্বল ও জাল হাদীস

(١) «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، نادى الجليل رضوان خازن الجنان، فيقول: لبيك وسعديك. وفيه: أمره بفتح الجنة، وأمر مالك بتغليق النار».

"যখন রমযানের প্রথম রাত আসে তখন আল্লাহপাক বেহেশতের দায়িত্বশীল ফেরেস্তা 'রিদওয়ান'কে ডাকেন। তখন সে উত্তরে বলে, ইয়া আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত খুলে দেয়ার আদেশ দেন এবং জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতা 'মালেক' কে আদেশ দেন যেন জাহান্নাম বন্ধ রাখে।" এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٢) «أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد أهل-رمضان- لوعلم العباد ما فى رمضان لتمنت أمتى ان يكون رمضان السنة كلها - إلخ».

রমযানের চাঁদ দেখার পর নবী করীম (সাঃ) বললেন, "যদি লোকেরা রমযানের ফজীলত জানত তাহলে সারা বৎসর রমযান থাকার আশা প্রকাশ করত।"

এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٣) «إذا كان [أول-٣] ليلة من شهر رمضان، نظر الله إلى خلقه الصيام، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه».

"রমযানের প্রথম তিন রাতে আল্লাহ তায়ালা রোযাদারগণের দিকে দৃষ্টি দেন। আর যখন আল্লাহপাক কোন বান্দার দিকে দৃষ্টি করেন তাকে আযাব দেন না।" এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٤) «إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحدا من المسلمين صبيحة أول يوم من شهر رمضان إلا غفر له».

"আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রথম সকালেই সকল মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন।" এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রে একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী আছে।

(٥) «إن الله تبارك وتعالى فى كل ليلة من رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار».

"আল্লাহতায়ালা রমযানের প্রত্যেক রাতে ইফতারের সময় দশ লক্ষ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।" এ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।

(٦) ثلاثة لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب: المفطر، والمتسحر، وصاحب الضيف، وثلاثة لايسألون عن سوء الخلق: المريض، والقائم، والإمام العادل».

"তিন ব্যক্তি থেকে খানা-পিনার নেয়ামত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হবেনা। প্রথমঃ ইফতারকারী দ্বিতীয় যে সাহরী খায়, তৃতীয়ঃ মেজবান। তিন ব্যক্তি থেকে কুচরিত্রের হিসাব নেয়া হবেনা। প্রথম অসুস্থ, দ্বিতীয়-রোযাদার, তৃতীয়-ইনসাফগার বাদশাহ বা শাসক।" এ হাদীসের সনদে এমন এক ব্যক্তি আছে যে হাদীস জাল করত।

(٧) «من فطر صائما على طعام وشراب من حلال: صلت عليه الملائكة».

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে হালাল উপার্জন থেকে ইফতার করাবে ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করবে।" এ হাদীসটি ভিত্তিহীন।

(٨) «إن الله أوحى إلى الحفقلة: أن لاتكتبوا على صوام عبيدى بعد العصر سيئة».

"আল্লাহতায়ালা কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন, আছরের পর রোযাদ

বান্দাদের কোন গুনাহ্ না লিখে।" এ হাদীসের সনদে অনির্ভরযোগ্য একজন বর্ণনাকারী আছে।

(৭) « من أفطر على تمرة من حلال، زيد فى صلاته أربعمائة صلاة ».

"যে ব্যক্তি হালাল রিজিকের খেজুর দিয়ে ইফতার করবে তার নামাজ সমূহ চার শত গুণ বৃদ্ধি করা হবে।" এ হাদীসের সনদে একজন রাবী হাদীস জালকারী রয়েছে।

(١٠) «خمس يفطر ن الصائم، وينقضن الوضوء: الكذب، والنميمة. والغيبة، والنظر بشهوة، واليمين الكاذبة».

"পাঁচটি জিনিস রোযা এবং ওযুকে ভেঙ্গে দেয়। (১) মিথ্যা, (২) চোগলখুরী (৩) গীবত (৪) প্রবৃত্তির দৃষ্টি (৫) মিথ্যা শপথ।" এ হাদীসের সনদে একজন রাবী মিথ্যুক আছে।

(١١) «من أفطر يوما من رمضان فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر، المساكين».

"যে ব্যক্তি রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছে সে যেন একটি উট কোরবানী করে আর যে কোরবানী করতে অক্ষম সে যেন ত্রিশ ছা' অর্থাৎ ৭৫ কিলোগ্রাম খেজুর মিসকীন ও ফকীরকে দেয়।" এ হাদীসে একটি বর্ণনাকারী মিথ্যুক।

(١٢) «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا عذر، كان عليه أن يصوم ثلاثين يوماً ومن أفطر يومين كان عليه ستون، ومن أفطر ثلاثا كان عليه تسعون يوماً».

"যে ব্যক্তি ওজর বিহীন রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে এর বদলে ত্রিশটি রোযা রাখতে হবে। আর যে দুই দিন রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে ষাটটি রোযা রাখতে হবে। আর যে ব্যক্তি তিনদিন রোযা ছেড়ে দিয়েছে তাকে নব্বই দিন রোযা রাখতে হবে।" এ হাদীসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(١٣) «صم البيض، أول يوم يعدل ثلاثة آلاف سنة واليوم الثانى يعدل عشرة آلاف سنة، واليوم الثالث يعدل عشرين ألف سنة».

'আইয়্যামে বীজ' অর্থাৎ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখ। প্রথম দিনের রোযার ছাওয়াব তিন হাজার বৎসর রোযা রাখার বরাবর। দ্বিতীয় দিনের রোযা দশ হাজার বৎসর রোযা রাখার বরাবর। আর তৃতীয় দিনের রোযা বিশ হাজার বৎসর রোযা রাখার বরাবর।" এ হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী একজন রাবী আছে।

(١٤) «رجب شهر الله، وشعبان شهرى، ورمضان شهر أمتى، فمن صام من رجب يومين، فله من الأجر ضعفان، ووزن كل ضعف مثل جبال الدنيا».

"রজব আল্লাহর মাস। শাবান আমার মাস আর রমযান আমার উম্মতের মাস। যে ব্যক্তি রজবের দু'দিন রোযা রাখবে তার জন্য দ্বিগুণ বদলা থাকবে, এর মধ্যে এক গুনের ওজন হবে পাহাড়ের মত।"

বিঃদ্রঃ উল্লেখিত দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো ইমাম শাওকানীকৃত 'আল্‌ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে কিতাবটি দেখার অনুরোধ রইল।

কতিপয় আরো দুর্বল হাদীস

পবিত্র মাহে রমযানুল মোবারক ও রোযার ফজীলত-গুরুত্ব এবং সিয়াম সাধনার মহত্ব বর্ণনার ব্যাপারে লেখকবর্ণিত উল্লেখিত দুর্বল হাদীসমূহ ব্যতীত আরো অনেক দুর্বল বা ভিত্তিহীন হাদীস সাধারণতঃ ওয়ায়েজরা বলে থাকেন, যেগুলোর বিশুদ্ধ কোন বর্ণনাসূত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এসকল দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কোন বর্ণনা কোন ওয়ায়েযের মুখেও শুনা যায় না এবং কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাতেও চোখে পড়ে না। অথচ মুহাদ্দিসগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার বর্ণনা ব্যতীত তা বর্ণনা করা বৈধ নয়। তাই সাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে আরো কতিপয় দুর্বল হাদীসের বিবরণ দেয়া হল। –অনুবাদক

(١) "إن الله عزوجل يغفر فی أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة وأشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه.........."

"............আল্লাহপাক রমযান মাসের প্রথম রাত্রে এই কেবলা (অর্থাৎ কাবা শরীফ) ওয়ালাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন, অতঃপর কেবলার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন একটি লোক খুশীতে মাথা নাড়তে লাগলেন ...." লম্বা হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীসটি সহীহ হয় কেননা খালাফ আবুররাবী এবং আমর ইবনে হামযা কায়সী আমার কাছে অপরিচিত।" ডক্টর মুস্তাফা আজমী বলেছেন, "হাদীসের সনদটি দুর্বল" (সহীহু ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/১৮৯, হাদীস নং-১৮৮৫)

(٢) "لو يعلم العباد ما فی رمضان لتمنت أمتی أن يكون السنة كلها، فقال رجل من خزاعة: يا نبی الله حدثنا، فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول يوم رمضان هبت ريح من تحت العرش.......... الخ

"যদি লোকেরা জানত রমযান কি? তাহলে আমার উম্মত আশা করত যেন রমযান সারাটি বছর হয়। খোযাআ গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আমাদেরকে বলেন, তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, রমযানের উদ্দেশ্যে বছরের মাথায় মাথায় জান্নাতকে সাজানো হয়। যখন রমযানের প্রথম দিন আসে তখন আরশের নিচ থেকে বাতাস বের হয় এবং বেহেশতের গাছের পাতা নড়তে থাকে ...." লম্বা হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যদি হাদীস সহী হয়।" ডক্টর মুস্তফা আজমী বলেন, "হাদীসের সনদ দুর্বল, বরং বানোয়াট।" (সহীহু ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/১৯০, হাদীস নং-১৮৮৬)

(٣) عن سلمان، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم من شعبان، فقال: يأيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، .... وهو شهر أوله رحمة، وأسطه مغفرة وآخره عتق من النار.........الخ

"হযরত সালমান ফারেসী (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শাবানের শেষ দিন আমাদেরকে ওয়াজ করলেন এবং বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের সামনে একটি বড় মোবারক মাস আসতেছে। এতে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসের প্রথমে রহমত, মধ্যে মাগফিরাত এবং শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ...." লম্বা হাদীস।

মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ "যদি হাদীস সহী হয়।" ডক্টর আজমী বলেন, "হাদীসের সনদ দুর্বল।" (সহীহু ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭) মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, "হাদসীট মুনকার (দুর্বল) মুহামেলী 'আমালী' গ্রন্থে (৫খন্ড, নং-৫০) ইবনে খুযায়মা 'সহীহ' গ্রন্থে (নং-১৮৮৭) এবং ওয়াহেদী 'আল ওয়াসীত' গ্রন্থে (১/৬৪০, ১-২) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে 'আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন নামক লোকটি দুর্বল। (সিলসিলাতুল আহাদীস আজ্জয়ীফা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী ঃ ২/২৬৩, হাদীস নং-৮৭১)। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) 'ফাজায়েলে রমযান' পুস্তিকায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি জয়ীফ, এ হাদীসের এক সূত্রে 'আলী ইবনে জাদআন' এবং অন্য সূত্রে 'কাসীর ইবনে যায়দ' রয়েছে। এদেরকে অনেক মুহাদ্দিসরা জয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। আল্লামা আইনীও হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। (ফাজায়েলে আমাল শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া ১/৫৬৭, ফাজায়েলে রমযান, হাদীস নং-১, আরবী-উর্দূ সংস্করণ)

(٤) "من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ماتيسرله، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها، وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس فى سبيل الله، وفى كل يوم حسنة وفى كل ليلة حسنة".

"যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমযান পেয়েছে এবং রোযা রেখেছে আর সাধ্যমতে কিয়াম (অর্থাৎ রাত্রিকালীন ইবাদত) করেছে, আল্লাহপাক তাকে মক্কা ব্যতীত অন্য স্থানের এক লক্ষ রমযান মাসের ছাওয়াব দান করবেন। প্রত্যেক দিনের বদলে একটি গোলাম আজাদ করার ছাওয়াব পাবে। প্রত্যেক রাত্রের বদলে একটি গোলাম আজাদ করার ছাওয়াব পাবে। প্রত্যেক দিন আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার বোঝাই সমান মাল দান করার ছাওয়াব পাবে এবং প্রত্যেক দিন আর রাতে নেকী আর নেকীই হবে।"

হাদীসটিকে ইমাম ইবনে মাজা তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (২/২৩৪, হাদীস নং-৩১১৭) আর ইবনে আবি হাতেম 'আল ইলাল্' গ্রন্থে (১/২৫০) উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীসটি জাল এবং বানোয়াট। কারণ হল, এ হাদীসের সনদে 'আব্দুর রহীম' নামক ব্যক্তিটি

মিথ্যুক। (সিলসিলায়ে জয়ীফা ঃ ২/২৩২, হাদীস নং-৮৩২, জয়ীফু সুনানি ইবনেমাজা, পৃ-২৪৮, হাদীস নং-৬০৮/৩১৭৫)।

"رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان".

"মদীনা শরীফে একটি রমযান মাস অন্য স্থানের এক হাজার রমযানের চেয়ে উত্তম........।"

হাদীসটি ইমাম তাবরানী, ইবনে আসাকির এবং মুহাদ্দিস জিয়াউদ্দীন বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি বাতিল।" (সিলসিলায়ে জয়ীফা ঃ ২/২৩০, হাদীস নং-৮৩১, জয়ীফু জামে সাগীর ঃ পৃঃ-৪৬০, নং-৩১৩৮)।

(٦) "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار علي قيام الليل".

"সাহরী খেয়ে দিনের রোযা আর দুপুরে আরাম করে রাত্রের নামাজের জন্য সাহায্য গ্রহণ কর।"

হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজা, হাকেম, তাবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মাও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'যদি যামআ' ইবনে ছালেহ এর হাদীস প্রমাণস্বরূপ সহীহ হয়। কারণ তার স্মরণশক্তিতে ত্রুটি ছিল। ডক্টর আজমী বলেন, 'হাদীসের সনদ দুর্বল।' (সহীহু ইবনে খুযায়মা ঃ ৩/২১৪, হাদীস নং-১৯৩৯)। মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। (জয়ীফু জামে সাগীর, পৃ-১১৭, হাদীস নং-৮১৬, জয়ীফু সুনানে ইবনে মাজা, পৃ-১৩৩, হাদীস নং-৩৩৩/১৭১৭)

(٧) "لكل شئ زكاة وزكاة الجسد الصوم"

"প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হল রোযা।"

ইমাম ইবনেমাজা, তাবরানী, ইবনে আবিশায়বা, ইবনে আদী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, 'হাদীসটি জয়ীফ' (সিলসিলায়ে জয়ীফা ঃ ৩/৪৯৭, হাদীস নং-১৩২৯, জয়ীফু সুনানি ইবনে মাজা, পৃ-১৩৫, হাদীস নং-৩৪১/১৭৭২, জয়ীফু জামে' সাগীরঃ পৃ-৬৮১, হাদীস নং-৪৭২৩)

(٨) "ما من أيام الدنيا أيام، أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها، من أيام العشر، وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر".

"ইবাদতের জন্য দুনিয়ার দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে জিলহজ্বের দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এ সকল দিনের মধ্যে একদিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমান। আর এক রাতের ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান।"

ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি জয়ীফ।" (জয়ীফু সুনানিত তিরমিজি ঃ পৃ-৮৮)। হাদীস নং-১২৩/৭৬২, জয়ীফু ইবনে জামাঃ পৃ-

৩৪, হাদীস নং-৩৩৬/১৭৫৪, জয়ীফু জামে সাগীরঃ পৃ-৮৪৫, হাদীস নং-৫১৬১)

(৯) "لله تعالى عند كل فطر من شهر رمضان، كل ليلة عتقاء ستون ألفاً فإذا كان يوم الفطر اعتق مثل ما اعتق فى جميع الشهر".

আল্লাহতায়ালা রমযান মাসে প্রত্যেক ইফতারের সময় অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। প্রত্যেক রাতে ষাট হাজার লোককে মুক্তি দেন। যখন ঈদের দিন হয় তখন সারামাসে যত লোককে মুক্তি দিয়েছেন তার সমান লোকদের মুক্তি দিয়ে দেন।"

হাদ্দিস দায়লমী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে 'নাশেব বনে আমর' নামক ব্যক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, "সে মুনকারুল হাদীস। অর্থাৎ তার হাদীস হণযোগ্য নয়।" হাফেজ ইবনে হাজার 'লিসানুলমীজান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "এতে নেক দুর্বলতা রয়েছে।" (আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ-আল্লামা শাওকানী ঃ ১/১২২, হাদীস নং-৫৭, টীকাসহ দ্রষ্টব্য)

(১০) "صوموا تصحوا"

রোযা রাখ স্বাস্থ্যবান হবা।"

দীসটি ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে (২/২২৫/১/৮৪৭৭) এবং আবু নুওয়াইম 'আত্ ব' গ্রন্থে (ক ২৪/১,২) বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাফেজ ইরাকী হাদীসটিকে র্বল বলেছেন।" আর ইমাম ছাগানী হাদীসটিকে 'জাল' বলে অত্যুক্তি করেছেন। (সিলসিলায়ে য়ীফাঃ ১/৪২০, হাদীস নং-২৫৩)।

(১১) "شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولايرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر"

রমযান মাসের রোযাসমূহ আসমান এবং জমীনের মধ্যখানে লটকে থাকবে এবং ছদকায়ে ফিতর াদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে উঠান হবে না।"

হাদ্দিস ইবনে শাহীন 'তারগীব' গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস জিয়া তাঁর 'আলমুখতারা' গ্রন্থে বর্ণনা রেছেন। এ হাদীসের সনদে 'মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ বসরী' নামক ব্যক্তিটি 'মাজহুল' বা অপরিচিত বং তার কোন সহায়কও নেই। সিলসিলায়ে জয়ীফা ঃ ১/১১৭, হাদীস নং-৪৩, জয়ীফু জামে াগীর ঃ পৃঃ-৪৯৯, হাদীস নং-৩৪১৩।

(১২) "شعبان شهري ورمضان شهر الله"

শাবান আমার মাস আর রমযান আল্লাহর মাস।"

হাদ্দিস দায়লমী 'মাসনাদুল ফেরদাউস' গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকের 'তারিখ' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা রেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, "হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল বা বানোয়াট।" (সিলসিলায়ে য়ীফাঃ হাদীস নং-৩৭৪৬, জয়ীফু জামে সাগীর, পৃ-৪৯৮, ৪৯৯, হাদীস নং-৩৪০২, ৩৪১১)

١٣) "من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة"

"যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসের একদিন রোযা রাখবে, তাকে প্রত্যেক দিনের বদলে ত্রিশটি নেকী দা
করা হবে।"

ইমাম তাবরানী 'আলকাবীর' গ্রন্থে (৩/১০৯/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী বলেন
"হাদীসটি মওযূ অর্থাৎ জাল।" (সিলসিলায়ে জয়ীফাঃ ১/৫৯৮, হাদীস নং-৪১৩)।

١٤) "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ....الخ"

যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত হয়, তখন রাত্রে নামাজ পড় এবং দিনে রোযা রা
..........।"

ইমাম ইবনে মাজা 'সুনান' গ্রন্থে (১/৪৩৮, হাদীস নং-১৩৮৮) ও ইমাম বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান
গ্রন্থে (৩/৩৭৮-৩৭৯) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিস আলবানী বলেন, 'হাদীসটি জাল। কারণ তার সনদে 'ইবনে আবি সাবরা' নামক ব্যক্তি
ইমাম আহমদ ও ইবনে মাঈনের উক্তি মতে হাদীস জালকারী ছিল। (সিলসিলায়ে জয়ীফা ঃ ৫
১৫৪, হাদীস নং-২১৩২, জয়ীফু সুনানি ইবনেমাজাঃ পৃ-১০৫, হাদীস নং-১৪০৭)।

حمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وألف ألف صلاة وسلام على أفضل البريات وعلى آله وأصحابه
معين برحمتك يا أرحم الراحمين.

সমাপ্ত